উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল শেঠ।

রাম!

বাঙ্গালা সাহিত্য আমার ন্যায় কতকগুলি লেখকের হস্তে পড়িয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। হইবারই কথা। কিন্তু এ বিষয়ে আমার দোষ নাই। যদি কিছু থাকে সে দোষ—ভারতবাসীর সম্পাদক মহাশয়ের। তিনি প্রশ্রয় না দিলে আমি পুস্তক লিখিয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে সাহস করিতাম না।

২। এক্ষণে এই মুদ্রাঙ্কিত "কেলেঙ্কার" খানি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমরা দশজনে পাঠ করিলে আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

সিমুলাপাহাড়
১৭। নবেম্বর ১৮৮৭

শ্রীবিপিনবিহারী বসু

বিটকেলের দপ্তর।

কেরাণী রহস্য।

কেরাণীকে প্রাণিগণের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পশ্বাবলির ভিতরে কেরাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেরাণীর দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু আছে, কিন্তু লাঙ্গুল নাই, অর্থাৎ সমস্তই ঠিক মানুষের মতন। কেরাণী সোজা হইয়া চলিতে পারে ও মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে। ডারউইন দর্শন মতে, কেরাণী বানরজাতি হইতে অনেকাংশে উচ্চশ্রেণীর এবং অনেকটা মনুষ্যজাতির নিকটবর্ত্তী। কেরাণীরা হাঁসে, কাঁদে, খায়, গান গায়, কর্ম্ম কাজ করে, ঘুমায় ও মরে। বছর কতক আগে (Schwendler) সোয়েণ্ডলার সাহেব অর্দ্ধমনুষ্য গোছের একটি জীবকে এসিয়াটিক সোসাইটিতে দেখান। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি একটি কেরাণী ধরিয়াছেন। কারণ

তাহার দ্বারা তিনি ঘরের টানা পাক্কা অবধি টানাইতেন।
শেষে বিস্তর বৈজ্ঞানিক সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, এই জীব যদিও খুব বুদ্ধিমান তথাপি কেরাণীশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না।

কেরাণী প্রাণ থাকিতে বনে জঙ্গলে বাস করে না। যেখানে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সেই স্থানে ইহাদের প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বাসগৃহ দেখিলে মনুষ্যের বাসগৃহ বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতার রাস্তার বেলা ৯টা ও ১০টার ভিতর দাঁড়াইলে অনেক কেরাণী দেখিতে পাওয়া যায়। সকালে ইহারা বৈটকখানায়, বাড়ীর "রকে," কিম্বা বাজারে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু নিয়মিত সময়ে ইহারা স্ব স্ব কর্ম্মস্থলে ঠিক হাজির হয়।

"কেরাণীরা পুরুষ কি স্ত্রী" ইহা লইয়া মাঝে মাঝে তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ যতক্ষণ ইহারা গৃহে থাকে ততক্ষণ অনেকটা পুরুষের ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু বাটীর বাহির হইলে বিশেষতঃ কর্ম্মস্থলে ইহাদের স্ত্রীভাব উপস্থিত হয়। আমাদের স্ত্রীজাতি যেমন মাঝে মাঝে উপযুক্ত স্বামির হস্তে লাথি ঝাঁটা খান, কেরাণীরা আফিসেও সেইরূপ খাইয়া থাকে।

কেরাণীর প্রভুভক্তি ভয়ানক গাঢ়। যদি কখন প্রভু আদর করিয়া কটুকাটব্য বর্ষণ করেন কেরাণী তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হয় না কিম্বা কোনরূপ গোলযোগ করে না। আর যদি কখন প্রভু সহাস্যে দু একটা কথা বলেন, তাহা হইলে কেরাণী ১ বৎসর ধরিয়া সেই গল্প জাতভায়া ও প্রিয়পরিবারের কাছে

বসিয়া থাকে। যদি প্রভু খাসকামরায় ডাকিয়া বলেঃ "তুমি বড় গাধা" কেরাণী বাহিরে আসিয়া বলে যে প্রভু তাহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ডাকিয়া ছিলেন। আত্মোৎসর্গে ইহারা এক একটী ম্যাজিনী। কারণ ইহারা অনেকেই ২০।৩০ টাকায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়া থাকে। ইহাদের ভিতরে যাহারা "গোদা" তাহাদের অবস্থা অনেকটা ভাল। ইহারা বুদ্ধিগুণে প্রভুদের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠে। প্রভুরাও সময়ে সময়ে ইহাদের ডাকিয়া পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইহাঁদের সকলেরই প্রায় একটী আদমরা গোচের ঘোঁড়া এবং "পিড়ে" ও "বাবকোষ" যোড়া গাড়ী আছে। ইহাদের ভিতর অনেককে প্রভুরা উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। কিন্তু সেটা প্রায় মরিবার সময়ই ঘটে।

কেরাণীদের আর এক জাতির নাম "মুচ্ছুদি"। ইহারা কেরাণীদের অপেক্ষা সাহসী। কিন্তু ইহাদের এক ভয়ানক দোষ, হয় খুব সেয়ানা, নয় অত্যন্ত হাবা। বিস্তর সওদাগর সাহেব বোধ হয় এ বিষয় খুব ভালরূপ জানেন।

কেরাণীদের বাচ্ছা প্রতিপালনের পদ্ধতি অতি চমৎকার। মনুষ্যের মতন তাহারা বাচ্ছাদিগকে খুব যত্ন করে ও শৈশবাবস্থা হইতে লেখা পড়া শিখায়। অমর্ক-শ্রেণীর ভিতর কেরাণীর মতন মেধা ও স্মরণশক্তি প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু যদি বাচ্ছারা ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি পড়িয়া স্বাধীনচিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ধাড়ী কেরাণী প্রমাদ গণিতে থাকে,

ও পাছে বাচ্ছারা জাতিভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে সারা হইয়া যায় এবং যাহাতে তাহারা অবিকল মানুষ না হইয়া ঠিক কেরাণী থাকে সেই চেষ্টা করে। ইহাদের সহিত এই বিষয় লইয়া মনুষ্যজাতির চির-প্রভেদ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং প্রাণিবৃত্তান্তেও পড়া যায়, যে, যেখানে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয়, কেরাণীরা সেইস্থানে দলে দলে আসিয়া বাস করে। ভারতবর্ষের ভিতর কলিকাতা, এলাহাবাদ, কানপুর, জামালপুর প্রভৃতি বড় বড় জায়গায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সিমলা-পাহাড়ে ইহাদের এক ঝাঁক আছে। আমি আজ ভারত-বর্ষের কেরাণী সম্প্রদায়ের কথা লিখিলাম। পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানের কেরাণীদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের বিবরণ যথা সময়ে প্রকাশ করিব।

বাঙ্গালি সাহেব।

ইঁহাদের দেখিলেই আমার ভয় হয় আর হেমচন্দ্রের

"ওহে বঙ্গবাসী জান কি তোমরা,
কোন দেশবাসী কি জাতি ইহারা"—

ইত্যাদি মনে পড়ে। ইঁহারা কি লোক স্থির করিতে পারিলাম না। যেন পৃথিবীর নয় নয় বলিয়া বোধ হয়। যেন কোথাও স্বপ্নে দেখা গিয়াছিল। বোধ হয় ইঁহারা স্বপ্ন রাজ্যের প্রজা, মর্ত্তে কেবল ছলনা করিতে আসেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালী সাহেব দেখিলেই আমার ভয় হয়। আমরা এক মহাত্মার সহিত বালককালে বিশেষ আলাপ ছিল। তখন তিনি "নেকড়া চণ্ডী" বাঙ্গালীরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি হঠাৎ অন্তর্ধান হইলেন। তাহার পর শুনিতে পাওয়া গেল, যে, তিনি "সাহেব" হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি ভারি উৎসুক হইলাম ও সেই দণ্ডেই ছাতা ঘাড়ে করিয়া 'কনভার ডাইন্' গলির অভিমুখে ছুটিলাম। তাঁর বাড়ী যাইবা মাত্র একজন চাকর একখানা রূপার থালা হস্তে করিয়া আসিয়া বলিল "টিকিট"। আমি ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী সাহেবের বাড়ীতে কখন যাই নাই, সুতরাং ওরূপ স্থলে যাইবার "কায়দা কারণ" জ্ঞাত ছিলাম না। আমি বলিলাম "টিকিট কিসের? সে সক্রোধে বলিল টিকিট নাই তবে এই স্লেটে নাম লিখে দাও।" আমি অগত্যা তাহাই করিলাম। সে লোকটা খানিক বাদে আসিয়া বলিল "'আপনি একটু বসুন (সেখানে বসিবার জায়গা ছিল না)। বাড়ির একজন সাহেব দেখা কত্তে এসেছেন।' প্রায় আদঘণ্টা দাড়াইয়া আছি, তাহার পর দেখিলাম গোবেচারা গুণ লোকের মত একটা লোক বাহিরে আসিল তাহার পর সেই চাকরটা আসিয়া বলিল "ভেতরে আসুন সাহেব সেলাম দিয়াছেন।" ভিতরে যাইলাম। গিয়া দেখি, বন্ধু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। টিপে টিপে কথা তাও আবার ঈষৎ এড়ে এড়ে, ঈষৎ গম্ভীর, ও ঈষৎ ফিক্ করে হাঁসি, আবার 'ক

চোকে পরকলার ভিতর হইতে কাকাতুয়া পাখির মতন "চাহনি।" আমি ভাবিলাম সাহেব হ'লে এই রকমই হইতে হয়, আর না হয় এই রকম আপনা হ'তে হইয়া দাঁড়ায়। যাহাই হউক খানিক বাদে আমিও চলিয়া আসিলাম। কিছু কাল বাদে আমাকে এক দিন হাইকোর্ট যাইতে হয়। আমি ছাতা ঘাড়ে করিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছি। দেখি বন্ধু একটা খুব মাতব্বর গোছের টকটকে লাল সাহেব ধরিয়াছেন। মুখে হাঁসি ধরে না, আর নাক দিয়া মুখ দিয়া বাক্যস্রোত বাহির হইতেছে। বন্ধুর তখন স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট। বন্ধু আমাকে দেখে একেবারে অস্থির, তবু ওর ভিতরে এডো গোচের একটি কটাক্ষ করিয়া মুখ ফিরাইয়া "গট গট" করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি প্রাণিবৃত্তান্তে পড়িয়াছিলাম যে স্থান ভেদে বহুরূপীর রঙ বদলায়। তখন দেখিলাম যে লোকভেদে বাঙ্গালী সাহেবেরও মূর্ত্তি বদলায়। এঁরা দিশী লোকের কাছে সাহেব আর সাহেবের কাছে ননডেসক্রিপ্ট Nondescript।

আমাদের দেশের লোকে জিনিষের গুণ বোঝে না। ইউটিলিটি কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি না। চাঁই পাথর দেখিতে অতি কদাকার আবার বাটালির ঘা দিলেই তাহার ভিতর হইতে দেব মূর্ত্তি বাহির করা যায়। আমাদের যাঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের চাঁই পাথরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইহাদের ভিতরে দিব্বি মাল মসলা আছে। আর কেনই বা না থাকিবে? ইহাঁদের চেঁচে ছুলে নিলে সমাজ ও দেশের বিস্তর কাজ হয়। কিন্তু

সমাজ এক দিকে আর বিলেত ফেরত অপর দিকে। সমাজ বলে চাঁচবার দরকার নেই, আর যদি নেহাৎ সাফ করা স্থির হয়, বাটালির বদলে গোময় চাই। ওদিকে বিলাত ফেরৎ বলেন তোমাদের সমাজের সহিত আমার সাহানুভূতি নাই। তোমরা যতদিন না ধুতি ছাড়িবে, সভ্য হইবে, সাবান মাখিবে ও মানুষ হইবে, ততদিন তোমাদের চাহি না। আমি পৃথিবীর নবদেবতাদের সহিত একত্র বাস করিয়া আসিয়াছি। এখন তোমাদের স'ঙ্গ মিশ খাওয়া পোষায় না।" শেষটা ফলে এই রকম দাড়াচ্ছে। মাঝে থেকে দেশ মারা যায়। সমাজ ভাবছেন "আমি নিজের মর্য্যাদা খুব রক্ষা করিতেছি। বিলেত ফেরত ভাবিতেছেন "দেশ কার, আমি কার? কিন্তু বেশি দোষ বিলাত ফেরতের। যিনি সাহেব হইয়া আসেন তিনিই ভাবেন যে আমি সভ্য জগতের অধিবাসী, আমি উচ্চ শ্রেণীর জীব, আমি কি করিয়া তৈলচর্চ্চিত কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী বাবুর সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইব।" কি ভুল? এড়ো চাউনি, এক চোকে পরকলা, আঁচড়ান দাড়ী, উঁচু কলার, ফরসা কামিজে আর কাজ চলে না। দিশী লোক দেখিলেই ঘোঁড়ার চালে আড়াই পা সরিয়া দাঁড়াইতে শিখিলে কি ছাই ভাল হইবে? এখন তাহাদের সহিত সম্পূর্ণরূপে এর হওয়া দরকার। দরকার উভয় পক্ষেই। কিন্তু আমি কি লিখিতে কি ছাই লিখেছি? কেবল এই অবধি বলা দরকার যে, সব রকম লোকের ভিতর ভাল মন্দ দুই আছে। বাঙ্গালী সাহেব মহলে বিস্তর লোক আছেন যাঁহারা ভাক্তের

পাত্র। আবার বিস্তর লোক আছেন, তাঁহারা যে কেন আছেন, বুঝিয়া উঠা দায়। সদাই গম্ভীর, যেন কি একটা বিশেষ শক্ত জিনিষ ভাবিতেছেন, আর খানিক বাদেই যেন "ইউরেকা ইউরেকা" বলিয়া উঠিবেন। অনেকটা বিস্মার্কের চাল। কিন্তু সেটা খালি দিশী লোকের কাছে।

আমি একদিন বাঙ্গালী টোলায় একটা জঘন্য গলি দিয়ে যাইতেছিলাম। গন্ধ দ্বারা অনুমান করিলাম কাছেই কোথাও বাঙ্গালী সাহেব আছে। আমার অনুমান ঠিক হইল। দুপা না যাইতে যাইতে সম্মুখে এক বাঙ্গালী সাহেব-মূর্ত্তি। ঠাউরে দেখি আমার বন্ধুই নিজে সশরীরে। আমি প্রথমে "সিন্দুরে" মেঘ দেখিয়া ঘরপোড়া গরুর মতন ভয় পাইলাম। কিন্তু বন্ধু একটু হাঁসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "হ্যালো বিট্‌কেল, ভালত—এখানে কি মনে করে?" আমি তখন সাহস পাইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলাম "একটু দরকারে যাচ্চি।" বন্ধুর সঙ্গে সেই পূর্ব্বোক্ত সোরোর ব্যাণ্ডের লোকের মতন একজন এবং আর একটা আদপাকা দাড়িওয়ালা বিশ্রী গোছের সাহেব সাজা বাঙ্গালি ছিল। তিনি কায়ক্লেশে সোজা হয়ে দাঁড়াইয়া আমায় বলিলেন "সঙ্গে যাব না কি?" আমি ভাল মানুষ, ভয়ে, থতমত খেয়ে, ভ্যাবাচেকা লেগে, গলা শুকিয়ে, 'ঢোক' গিলে, নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বন্ধু তখন আমার বিপদ দেখিয়া বলিলেন যে, "বিট্‌কেল্ তুমি ওর কথা শুনো না, তুমি যেখানে যাচ্চ যাও।" আমি বাঁচিলাম, কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম ইনি আমার সঙ্গে কোথায়

যাইতে চাহিলেন। আমি দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া বন্ধু বলিলেন "বিট্‌কেল দাঁড়িয়ে যে?" আমি বলিলাম "না—যাচ্চি। আপনি এখানে যে?" বন্ধু বলিলেন, "ওকি! "আপনি মশাই" বলে কথা কওয়া কি রকম? আমরা এখানে একজন ক্লায়েণ্টের বাড়ী এসেছিলুম।" আমি বলিলাম আমি আপনার বাড়ীতে যে দিন যাই সে দিন আপনাকে এক রকম দেখি আর আজ আর এক রকম দেখছি—আজ মনের কপাট একেবারে খোলা "হুহু" করছে। সেই বিষয় ভাবিতেছিলাম।" বন্ধু হাঁসিয়া বলিলেন "বিট্‌কেল। চাই চাই চাই ওসব চাই, তা না হলে প্রোফেসন্ মাটি হবে। বিট্‌কেল। তুমি একদিন 'এসিয়া মাইনরে' আসিয়া আমাদের কারখানা দেখে যেও। সেখানে আমাদের দেখিলে ভয় পাবে, সহসা কাছে আসিতে সাহস হইবে না, ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইবে, বুক গুর গুর করিবে, জরভার হইবে। ব্রহ্মশাপে আমরা জাতিতে বাঙ্গালি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, অর্থাৎ যদি বুঝে ও ঠাউরে দেখ, আমরা সাহেব। আচার ব্যবহারে আমরা কোথাও চামার, আবার কোথাও দেবতুল্য হইয়া দাঁড়াই (—যেমন আপাততঃ দেখিতেছ)। এই রকম নানা কারণে আমাদিগকে কসমপলিটান করিয়া তুলিয়াছে।—তুমি পরশু আমার বাড়ী আসিতে চাও, তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।—না পরশু নয়, সেদিন মুসলমান সাহিত্য সভায় যেতে হবে। তুমি সেখানে যাবে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'সেখানে কি হইবে?' বন্ধু বলিলেন—'বায়ুর ওপর বক্তৃতা হইবে।

ডাক্তার রায় বক্তৃতা করিবেন।' আমি বলিলাম—'যাব।' সাহেব মহলে আলাপ করিবার জন্য বরাবর আমাব ভয়ানক ইচ্ছা ছিল। আমি ভাবিলাম এই সুবিধা। নির্দ্ধারিত দিনে ও সময়ে বক্তৃতা শুনিতে যাইলাম। কিন্তু শুনিলাম যে বক্তৃতা হইবাব বিলম্ব আছে। আমি তথন বাহিরের বারাণ্ডায় একথানি চৌকিতে বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখি বন্ধু হাজির। বন্ধুর সঙ্গে একটি অপূর্ব্ব জীব ছিলেন। তাঁর চসমা থানা "কারে" ঝুলছে আর ফি মিনিটে দশবার বাম চক্ষুতে লাগিতেছে আব খুলিয়া পড়িতেছে আর মুখ দিয়ে এডো ইংবিজি কথা অনর্গল বাহির হইতেছে। আর সেই পাঁকাটির মতন "রলা রলা" পা দুটি রকম রকম কায়দায় বক্রভাবাপন্ন ও সোজা হইতেছে। হঠাৎ বোধ হয়, "ধনুষ্টঙ্কার" হইয়াছে। বন্ধু তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন আব বলিলেন "এই সভার ইনি হচ্চেন ডান হাত কিম্বা পা।" আমিও হাসিতে হাসিতে তাঁর সঙ্গে কেতামাফিক্ হস্ত মর্দ্দন কবিলাম। তাহার পরেই বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ইনি আমায় জিজ্ঞাসা কবিলেন "আপনি ভিতরে যাবেন না?" আমি বলিলাম যে "হাওয়ার বিষয় অনেকটা জানি। বিশেষ আমাব বাড়ী গঙ্গার ধারে। আব তা ছাড়া আমাব একটু অসুখ বোধ হইতেছে, তাই বাহিরে হাওযায় বসিয়া আছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, "গঙ্গার ধাবে বাড়ী বলে জানেন আপনি বাতাসের বিষয় সমস্ত, এমন কথন মনে করবেন না। বাতাসে কত কি আছে জানেন? বাতাসে অম্লজান

আছে, যাকে ইংরাজিতে অক্সিজেন বলে, হাইড্রোজেন আছে, এমোনিয়া আছে, পোলারিজেসন্ অফ লাইট আছে আরও অনেক জিনিষ আছে, হাঃ হাঃ হাঃ।' আমি বলিলাম থাকিতে দিন। তাহার পর তিনি বিলাতে যত বড় বড় লোকের সহিত এক টেবিলে আহার করিয়াছিলেন সেই সব গল্প করিলেন ও শেষে তাঁর নিজের দক্ষতার বিষযে নানা রকম গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, মাঝে পুলিষে একটা কেস্ হয়। এক পক্ষের লোকেরা তাঁহাকে নেযাবেই আর তিনিও কোন মতেই যাইবেন না। শেষে নেহাৎ জেদ দেখিয়া বলেন যে রোজ ৫৭০০০ টাকা পাইলে তিনি যাইবেন। প্রতিবাদী তাহাই দিতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়। তিনি গিয়া দেখেন বাদীরতরফে ১৬০০০ সাক্ষী। এক একজনকে পরীক্ষা' করিতে ছমাস সময় লাগে। অবশেষে তিনি দুদিনে কেস্ জিতিলেন। গল্পটা শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম বিলাতেও বাগবাজার আছে। তাহার পর অন্যমনস্ক হইযা পড়িলাম। ভাবছি লোকে কি রকমে পাগল হয়, এমন সময় বক্তৃতা ঘরে হাততালি পড়িতে লাগিল। আমি হাত-তালির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখি নববন্ধু ঘরের ভিতরে খুব গলাবাজি করিতেছেন। তিনি কি বলেন শুনিবার জন্য সত্বর গৃহের ভিতরে যাইলাম। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই। তিনি সেই রাত্রিতে যে অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়াছেন, সেই নিমিত্ত তিনি বক্তাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না।

আর এ রকম সুন্দর ও উপাদেয় বৈজ্ঞানিক খাদ্য তিনি কখন ভক্ষণ করেন নাই”। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, বিলাতে যাইলে বুঝি শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হয়। কারণ আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম সেখান থেকে বক্তৃতার কিছু শোনা যায়নি। তা ছাড়া সমস্ত ক্ষণই আমরা গল্পে উন্মত্ত ছিলাম। কিন্তু আমার আর ভাবিবার সময় ছিল না। কারণ পরক্ষণেই বক্তৃতা ঘর থেকে “হুড হুড” করিয়া লোক বাহির হইতে লাগিল। আমিও ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়ে পড়লুম। তাহার পর আর “এসিয়া মাইনরে” যাইনি। মনে মনে ঠিক করিলাম যে যদি সুবিধা হয় ভাল ভাল সাহেব মহলে ঢুকিতে চেষ্টা করিব। তাহা না হইলে আর নয়।

আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন।

“অচেতনে চেতন, ঘুমন্তে জাগা,
স্বপনের কাণ্ড, সকলি বিচিত্র,
নাহি গোড়া আগা।”

কথাগুলো ঠিক মনে না পড়ুক ভাবটা আনিয়াছি। আমি লেখককে মনে মনে চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। তাঁহার কথা যে ঠিক হইবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। তবে এ রকম উদ্ভট স্বপ্নদর্শন আমার ভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে কখন ঘটে নাই। ডাকগাড়ী নাই রেলের গাড়ী

নাই অথচ রাত্রির ভিতরেই হিমাচল হইতে বঙ্গদেশের গলি ঘুঁজি দেখিয়া আসা, এবং সেই রাত্রির ভিতরেই শয্যায় ফিরিয়া আসা!! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলে কি হয়, যাহা দেখিয়াছি তাহা কাগজে কলমে না করিলে ভুলিয়া যাইব। যে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখি তাহার পর দিন প্রাতঃকালে যত সেই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, ততই মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর ভাবিতে লাগিলাম কি প্রকারে সেই আগা গোড়াহীন অসম্ভব দৃশ্যাবলি দেখিলাম এবং কি শক্তির সাহায্যে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধা করিলাম। কিন্তু দেখিলাম যে যতই ভাবি ততই গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ দেখি অকটারলনির মনুমেণ্টের উপর বসিয়া রহিয়াছি। বাবেণ্ডার দিকে চাহিয়া দেখি এক যোড়া তালতলার চটি রহিয়াছে, আর কাছেই একটি ভদ্রলোক বসে দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া কি ভাবিতেছেন। ভদ্রলোকটি কে তাহা কিছু পরেই বুঝিতে পারিলাম। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন যে, "আর বসে হবে কি? বিজ্ঞানের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিলাম—কিন্তু কি ফল দাঁড়াইয়াছে? সমস্ত রাত্রি এই উচ্চস্থানে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু Music of the spheres শুনিতে পাইলাম না। Plato, Pythagoras শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু আমি বাঙ্গালী বলিয়া হয়ত শুনিতে পাইলাম না। যাহাই হউক আমাদের দেশের অবস্থা অতি শোচনীয়। আর না হবেই বা কেন? আমাদের যুবকেরা প্রাণহীন, শক্তি-

হীন, বীর্য্যহীন। কিন্তু তাদেরই বা দোষ কি? অম্লজানকে "প্রাণবায়ু" বলে। কিন্তু আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি এদেশের বায়ুতে অম্লজানের অংশ নাই। কিন্তু কি উপায়ে এই অক্সিজেন্ আনা যায়? এ বিষয়ে আমাকে বৈজ্ঞানিকদের মত লইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিলেন, তাহার পর হেমচন্দ্র লিখিত

"আর ঘুমাও না দেখ চক্ষু মেলি"

কয়েক ছত্র কবিতা আউড়ে নাবিয়া গেলেন। আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাবিয়া আসিলাম। তিনিও গাড়িতে উঠিলেন আমিও সহিশের পাশে দাঁড়াইলাম—যখন গাড়ি খানা বহুবাজারের জলের কলের কাছে আসিয়াছে, তখন দেখি এক জায়গায় মহা ভিড়। গাড়ি থেকে ত্রেতাযুগের অভ্যস্ত একটি লাফ দিয়া রাস্তায় পড়িয়াই জনতার কাছে গিয়া হাজির। দেখিলাম যে প্রায় দুই হাজার কালেজের ছাত্র একটা "হ্যালাখ্যাবলা" গোচের লোকের ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতেছে, আর মাঝে মাঝে প্রহার করিতেছে। সে লোকটা যায় আর কি। আমি এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি হয়েছে মশাই? সে বলিল মশাই কি আকাশ থেকে পড়িলেন নাকি? এই বলিয়া সেও ঘুসো বাগিয়ে ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিল। আমি কিন্তু সেই বেদম চোরের মার দেখিয়া রাগিয়া উঠিলাম। এক জনকে ডাকিয়া বলিলাম মশাই আপনারা করেন কি? অসহায়কে এ রকম প্রহার করা ভারি অন্যায়। সে বলিল যে, ওর আর যে কটা ঝাঁকড়াচুলো ইয়ার

আছে, সবগুলো বেরিয়ে এলেও আমরা ভয় করিনি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লোকটা কে? সে বলিল "সম্পাদক"। তখন আমি বলিলাম যে এ রকম করিয়া একজন সম্পাদককে মারা অতিশয় গর্হিত কাজ। আমি এইমাত্র বলিয়াছি আর পাঁচ ছয় জন বলিয়া উঠিল "একেও মারো, এ নিশ্চয় এর লোক"। আমি তখন নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য আমায় কেহ ধরিতে পারিল না।

আমার যখন হাঁপানি কিছু থামিয়া আসিল, তখন দেখি আমি সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে। দেয়ালে লেখা রহিয়াছে

"শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে"

দেখিলাম পুণ্যস্থান, সেখানে প্রহারের ভয় নাই। কিন্তু "হাড়কাঠ" দেখিয়া মনে আতঙ্ক হইল। ফের "হুহু" করিয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু দুপা না যাইতে যাইতে দেখি সামনে "নশী"। নশী সেই ভোর বেলা একটা পাহারাওয়ালার স্কন্ধদেশ ধরিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে চলিয়াছে। আমায় দেখিয়াই নশী অট্টহাস্য হাঁসিয়া বলিল কি বিটকেল যে? তুমি কবে এলে? এত হাঁপাচ্চ কেন? তোমার হয়েছে কি?" আমি বলিলাম একটু থামুন হাঁপিয়ে পড়েছি ক্রমে আপনার সব কথার জবাব দিচ্চি। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত কারণ খুলিয়া বলিলাম। "নশী" বলিল "ঐ ভয়ে আমি সম্পাদকি ছেড়ে দিইছি"। আমি বলিলাম "মশাই সাধু পুরুষ"। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার "মেলা" চলছে কেমন? আমি প্রায় ৪ বৎসর হইল মেলার কোন

ধুমধামের খবর পাইনি। নশী বলিল মেলার উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে, এই পাহারাওয়ালা তাহার প্রমাণ। এখন মেলা concentrate করিয়া আনিয়াছি। বাগানের বদলে তাঁবুতে মেলা চালান যাচ্চে। আমি ভাবিলাম নশী দেশের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া শেষে নিজে পাগল হইয়াছে। আমি তাহার "আবল তাবল" বুঝিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলাম।

তাহার পর আমি কাঁসারি পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ হইয়া উঠিল, যেন Deserted villageএ প্রবেশ করিতেছি বোধ হইতে লাগিল। রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে ক্রন্দনের রোল স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, বুঝিলাম, স্থানটি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে জ্যোতি নাই, সে হাসি নাই, সে তেজ নাই। আমার মন কাঁদিয়া উঠিল, আর কে যেন গম্ভীর স্বরে বলিল।

"একে একে নিবিছে দেউটী"।

আমার হৃদয় তন্ত্র সেই মুহূর্ত্তে প্রতিধ্বনিত হইল ও আমিও বলিলাম।

"একে একে নিবিছে দেউটী"।

তাহার পর ফের "হুহু" করিয়া চলিতে সুরু করিলাম। এক জায়গায় আসিয়া দেখি, বলরাম দের ষ্ট্রীট লেখা রহিয়াছে। তাহার পর আমার একজন বিশেষ পরিচিত লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে দেখি সর্ব্বনাশ—জন কতক মিউনিসিপ্যাল কমিশনর জড় হইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। একজন বলিলেন "যে এই পগার

বুজনো রাস্তাটা আমার নামে করিয়া আমাকে চিরস্মরণীয় করিয়া তবে ক্ষান্ত হইব। ইহার নিমিত্ত আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করিব, কাগজে বড় বড় চিঠি লিখিব আর ত্রিজগৎকে আমার অতুল ক্ষমতা দেখাইব—অদ্যকার মিটিংএ আমি এমন সজোরে বক্তৃতা করিব যে লোকে বার্কের নাম অবধি ভুলিয়া যাইবে।" তাঁহার বক্তৃতার পর উপস্থিত একজন ভদ্রলোক বলিলেন যে মশাই! আমাদের গলির রাস্তা সম্বন্ধে যে দরখাস্ত করা হয় সে বিষয়ের কি হইল"? পূর্ব্বোক্ত কমিশনর বলিলেন "রেখে দাও তোমার রাস্তা, বড় বড় কাজ আগে। তোমার বিষয় ক্রমে শোনা যাব তুমি আর এক দিন আমার কাছে এসো"। ইত্যবসরে একজন খর্ব্বাকৃতি কমিশনর চোক মিট্ মিট্ করিয়া বলিলেন—যে "কাল আবার Steamer party পরশু ফের Evening party সময় পাই কোথায়। মরবার সাবকাশ নাই, এর উপর আবার এঁর নর্দ্দমার গন্ধ, ওঁর গলিতে জলের কল নাই, তাঁর টেক্স বৃদ্ধি হয়েছে। লোকে ভাবে কমিসনরেরা হলওয়ের পিল যাতে হাত দেবে তাই সমাধা করবে"। তাঁহার কথা শুনিয়া একজন অট্টহাস্য হাঁসিলেন একজন মুচকে, একজন মনে মনে, আর বাহিরের কয়জনে অন্য রকম হাঁসিলেন। আমি দেখিলাম যে চতুর্থ কমিশনরের হাঁসিও নাই কথাও নাই। তিনি যুবক এবং লজ্জায় লজ্জাবতী লতা। তিনি সচরাচর কথা কহেন না। আর তাঁহার কখন বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় কি না সন্দেহ।

আমি কমিশনর মহল হইতে বাহির হইয়া নানা রকম

লোক ও দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। এক জায়গায় প্রহ্লাদ চরিত্রের গুরু মহাশয়দের সঙ্গে দেখা—আমি হাঁসিতে হাঁসিতে ছুটিলাম। তাহারা আমায় তাড়া করিল কিন্তু ধরিতে পারিল না। তাহার পরে যাহা যাহা দেখিলাম সব যেন ঘুমের ঘোরে কতক মনে আছে কতক নাই। এক জায়গায় দেখিলাম একগাচি কেশ দুদিকে টেনে বাঁধা হইয়াছে আর একজন সূত্রধর একখানা করাৎ লইয়া চুল গাছা "লম্বা লম্বি" দুভাগ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে বিস্তর উকীল ও কোন্সলী হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আরও দেখিলাম দুটি ভাই দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "চুল চেরা" তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। আবার তাহার ভিতরে একজনের অনুচর প্রতি মুহূর্ত্তে অপর ভাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "উনি জিজ্ঞাসা করচেন আপনার শারীরিক কুশলত" ? আবার তাঁহার একজন অনুচর অপর ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "উনি জিজ্ঞাসা করচেন আপনার শারীরিক কুশল ত ? আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মহাভারতে লেখা আছে যে উতঙ্ক পোষ্যমহিষীদত্ত কুন্ডলের অনুসন্ধানে নাগলোকে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া দেখে দুটি স্ত্রীলোক সুচারু বাপদণ্ড যুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ আর দ্বাদশ অরযুক্ত একখানি চক্র ছয়টি শিশু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে আর একজন পুরুষ ও অতি মনোহর একটি অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উতঙ্ক এই কারখানার কিছুই বুঝিতে পারিল

না। আমারও সেইরূপ ঘটিল, সুতরাং আমি উক্ত স্থান হইতে সত্বর গতিতে পালাইলাম।

তাহার পর কোথা দিয়ে আসিলাম ও কি করিলাম কিছুই মনে নাই। একেবারে যেন হাওড়ায় আসিয়া রেলের গাড়িতে বসিয়া আছি। তাহার পরেই নিদ্রা। স্বপ্নের কারখানা কি উদ্ভট! স্বপ্নেও ঘুমাইতেছি আবার তাহাও মনে আছে। বর্দ্ধমান ষ্টেষনে আসিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গাড়ী হইতে নাবিয়া "সীতাভোগ" কিনিতে যাইলাম। ফিরে আসিয়া দেখি গাড়ি চলিয়া গিয়াছে। কি করি কোথা যাই এই রকম ভাবিতেছি আর "সীতাভোগ" অতি খারাপ জিনিস এই বিষয় মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতেছি, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল "মশাই কি বাসা খুঁজছেন"? আমি বলিলাম "হাঁ সুতরাং খুঁজছি"। সে আমায় একটা পুরাতন বাড়ীর একতালা ঘরে লইয়া গিয়া বলিল "এ দিব্বি ঘর, এখানে নিরাপদে থাকতে পারেন"। আমি বলিলাম "আহা বেশ ঘর"। তাহার পর সীতাভোগের হ্যাণ্ডটা এক ধারে রাখিয়া একখানা ভাঙ্গা খাটে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। তখন উপরের ঘরে ভারি গোলমাল হইতেছিল—বোধ হইল যেন চেনা গলা। ক্রমে উপরে উঠিলাম, উঠিয়া দেখি কি সর্ব্বনাশ পাঁচুঠাকুর। পাঁচুঠাকুর তখন একটু গোলাপী-গোছ হইয়া আছেন, আর মাতৃভূমির ক্রোড়ে অভিমান পূর্ব্বক শয়ন করিয়া দেহখানা ধূলায় লাল করিয়াছেন। আমি যাবামাত্র পাঁচুঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অবস্থাগুণে

উড্ডীয়মান হইতে উদ্যত হইলেন। আমি তাঁহাকে ধরিয়া ধুলা ঝাড়িয়া দিয়া বলিলাম 'ঠাকুর কোথায় যান?' তিনি বলিলেন 'আমি বিলাসিনীর কাছে যাচ্চি, সে কিনা আমায় বলে জালিয়াৎ? কে কাকে জালে জভায় দেখা যাবে।' আমি বলিলাম 'ঠাকুর থামুন, পিনাল কোড্ বড খারাপ জিনিষ। বিশেষ সধবার ওপর আপনাদের অধিকার নাই। বিলাসিনী যদি কখন বিধবা হয় তখন হিন্দুয়ানি নাড়াচাড়া করিয়া তাহার পুনবায় যাহাতে না বিবাহ প্রচলিত না হয় সেই চেষ্টা করিবেন। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে আপনার এবং আপনার দলভুক্ত দেবতা ও অপদেবতাদের পূজার ভোগ কমিয়া যাইবে।' ঠাকুর বলিলেন 'ঠিক বলেছ এখন একটু পেসাদী সরবৎ খাও। আমি বলিলাম 'মাপ করুন, ঐ সরবতের গুণে অনেকে তেতালা থেকে উড়িতে গিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছে। 'ঠাকুর তখন রাগিয়া আমাকে খড়মের দ্বারা এক ঘা মারিয়া বলিলেন 'তবে দূর হও' আমিও বলিলাম 'উচ্ছন্নয় যাও।' এই বলিয়া আমিও চলিয়া আসিলাম। নিচের ঘরে আসিয়া দেখি সীতাভোগের হাঁড়িটী অবধি নাই। তাহার পরে আরও রকম বেরকম জায়গায় যাই। সে কথা পরে লিখিব।

বিসর্গ।

১। ব্যাকরণে লেখা আছে বিসর্গ আশ্রয় স্থানভাগী। ব্যাকরণের লেখা সত্য হইতে হইবেই। কিন্তু ব্যাকরণে বিসর্গের লিঙ্গভেদ সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। বিসর্গ পুংলিঙ্গ। দুটি ফুঁটকি দিইলে বিসর্গ লেখা হয়, কিন্তু সে কেবল বিসর্গের ছবি আঁকা মাত্র। বিসর্গ আশ্রয়স্থান না পাইলে পরমাণুর (Atoms) আকার ধরিয়া উড়িয়া বেড়ায় আবার আশ্রয় পাইলে পুনরায় নিজের আকার ধারণ করে। বিসর্গ না থাকিলে অনেক কথার মানে হয় না. বিসর্গ না থাকিলে বড় লোক হওয়া অসম্ভব, বিসর্গ বিহনে জগৎ আঁধার।

২। সংসারে বিসর্গের অভাব নাই। রসায়ন শাস্ত্রে পরমাণু সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত আছে সমাজশাস্ত্রে বিসর্গ সম্বন্ধে সেইরূপ লিখিতে পারা যায়। বিসর্গ সর্ব্বত্র উড়িতেছে ও একটু মনোযোগ করিলেই তাহাদের গতিবিধি বুঝিতে পারাযায়। যোগ্য পাত্র পাইলেই বিসর্গ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে।

৩। মনে করুন হরগোবিন্দ বাবু একজন ধনাঢ্য লোক, ঢের টাকা। তাঁহার ছেলের বিবাহ নিকট। ছেলেটি তিনবার এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হয় আবার তার-উপর চেহারা অতি কদাকার, নাক বরমাদেশের, ঠোঁট আফ্রিকার, রংও আলকাতরার মতন আর গুণে নির্গুণ। কিন্তু তাহার বিবাহ দিতে হবেই। হরগোবিন্দ বাবু দেখিলেন,

এ কাজে কোন ভদ্রলোক হস্তক্ষেপ করিবেন না, সুতরাং তাঁহাকে বিসর্গদিগের আশ্রয় লইতে হইল। বিসর্গেরাও চতুর্দ্দিক উড়িয়া গিয়া ছেলেটির লেখাপড়া, ও রূপগুণ সম্বন্ধে নানারূপ বক্তৃতা কবিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন কবিয়াছিল।

৪। আবার মনে করুন দেশহিতৈষী অমুক বাবু কোন সভায় গিয়া খুব গলাবাজি করিয়া বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার হয়ত সারও নাই মর্ম্মও নাই। ছাঁকনির উপরে ধরিলে সমস্তই ছাঁকনির উপরে থাকে। কিন্তু তাহাতে দোষ স্পর্শেনা। বক্তৃতার পরদিবস বক্তার বিসর্গেরা "অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা" এই রব তুলিয়া দিল আর বিসর্গ শ্রেণীর সম্পাদকেরা সেই সুর ধরিয়া গাহিতে লাগিলেন।

৫। পুনরায় মনে করুন মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌সান হইবে। অনেকে কমিশনর হইবেন বলিয়া ওঁতকরে বসিয়া আছেন। কমিশনর হবার গুণ একতিল নাই, এ কথা তাঁহাদের হৃদয়ে স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দোষ স্পর্শে না। কমিশনর নামটি বড় মধুর, গালভরা নাম, নামের জন্যেও কমিশনর হওয়া চাই। তা ছাড়া (Evening party, Steamer party মায় গুড়গুড়ি,) লাটসাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ পত্র পাওয়া ইত্যাদি সুস্বাদু ও লোভনীয় সামগ্রীর লোভ ত্যাগ করা বড় কঠিন কার্য্য। সুতরাং তাঁহাদের কমিশনর হইতেই হইবে। কিন্তু ভোট যোগাড় করে কে? বিসর্গের সহায় চাই। অনেক বিসর্গ অনেককে এই কাজে বিপাদে ফেলিয়াছে, কিন্তু তখন তাহারা

বিসর্গ থাকে না উপসর্গ হইয়া দাঁড়ায়। (এখানে বলা উচিত যে যাঁহারা যোগ্য ব্যক্তির জন্য ভোট লইতে যান তাঁহারা বিসর্গ শ্রেণীভুক্ত নহেন)

৬। আবার মনে করুন আমার অনেক টাকা আছে (যেন সত্য মনে করিবেন না) কিন্তু আমায় দশজনে চেনে না, জানে না, দেখেও দেখে না। আমি হাটখোলার মহাজনের মতন টাকার পুঁজি নিয়ে বস্তার গন্ধে জীবন অতিবাহিত করি। সখের মধ্যে তামাক খাই, গঙ্গাস্নান করি আর বছরে একদিন কালিঘাটে যাই। কিন্তু আমার মনে সাধ হইল যে আর এ অন্ধকারে থাকিব না, যাহাতে দশজনে আমায় একটা মানুষ বলে সেই চেষ্টা করিব। কিন্তু সে দুষ্কর কার্য্য কি উপায়ে সমাধা হইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বুঝিলাম যে যদি উপযুক্ত বিসর্গ আমার সহায় থাকে সব সুবিধা হয়। আজ আমি রেস ফাণ্ডে টাকা দিলাম, কাল ভলণ্টিয়ারদের পারিতোষিক দিলাম, পরশু ইটালিয়ান অপেরার টিকিট কিনিলাম, আর বিসর্গেরা সম্বাদপত্রে সেইগুলি সব প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমিও বরষাকালের চন্দ্রের ন্যায় মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকময় করিলাম।

পুনশ্চ মনে করুন আপনি ডাক্তার হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন, নিজের ডাক্তারি বিদ্যায় জোর এতদূর অবধি দাঁড়াল যে অন্নকষ্ট অবধি দূর হয় না। যা দু একটা রোগী হাতে করিলেন তাহারাও আপনার আশীর্ব্বাদে পৃথিবী

চইতে সরিয়া গেল। মহামুস্কিল! শেষে আপনাকে বিসর্গদের স্মরণ করিতে হইল। তাহারা সকলের কাছে বলিতে সুরু করিল 'আহা কি চমৎকার ডাক্তার, যেমন ল্যানসেট্ ধরিতে মজবুত তেমনি জ্বর আরাম করিতে'। কেহ বা বলিল "প্রসব বেদনার সময় ওঁর মতন সুদক্ষ ডাক্তার পাওয়া যায় না"।—এই রকম কিছুদিন বলিতে বলিতে আপনার অন্নকষ্ট দূর হইয়া আসিল। ছাগ জাতীয় অশ্ব ও একা-জাতীয় গাড়ী খরিদ করিলেন আর দেখিতে দেখিতে এক জন খ্যাতনামা ডাক্তারবাবু হইয়া দাঁড়াইলেন।

এইবার শেষ বারটা মনে করুন আজ আমাদের মহা-রাজা বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাগানে যাইবেন। কিন্তু সে মহাযজ্ঞ সমাধা করে কে? ভেবে দেখুন বিসর্গ সেই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। এখানেও বিসর্গ উপসর্গের কাজ করে।

উকিল বাবু।

সমুদ্র মন্থন সময়ে প্রথমে শীতাংশু, তৎপরে ঘৃত হইতে পদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী, তৎপরে সুরাদেবী, তৎপরে কৌস্তুভমণি তৎপরে উচ্চৈঃশ্রবা, তৎপরে অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া মূর্ত্তিমান ধন্বন্তরি, তৎপরে ঐরাবত ও সর্ব্বশেষে কালকূট গরল উৎপন্ন হয়। মহাভারতে নিশ্চয় ভুল আছে, কারণ গরলের পরে নিশ্চয়ই উকিল বাবু উঠিয়াছিলেন। ভরসা

করি মহাভারত পূর্ণ মুদ্রাঙ্কনের সময় উকিল বাবুর নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। সেকালে লোকে উকিল বাবুর ব্যবহার বড় জানিত না। তাহা না হইলে উকিল বাবুরা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের তরফে লড়াই করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিতে পারিতেন। অধুনা সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত লোকের সুখ ও দুঃখ দুই বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই জন্যই উকিল বাবুর কলিতে এতদূর প্রাদুর্ভাব।

২। উকিল বাবু বেশ জিনিষ, বড বাজারের ম্যাওযা—অধিক খাওযা ভাল নহে গাত্রদাহ জন্মায়। উকিল বাবু বড লোক। যে অবস্থাতেই থাকুন তাঁহার সঙ্গে আলাপ থাকা ভাল—তা চাই তিনি জুডি চড়িযাই বেড়ান কিম্বা পাগড়ী বগলে করিয়া রাস্তার "ধূলো" ঘাঁটিয়াই বেডান। উকিল বাবুব সহিত আলাপ খুবই ভাল, কিন্তু কাববার অতি খাবাপ। সামাজিকতা হিসাবে উকিল বাবু সোজা মানুব কিন্তু ওকালতি হিসাবে তিনি "নথী শৃঙ্গীব" ভিতবে পডেন। তখন তাঁহার নিকট হইতে তফাতে থাকাই মঙ্গল। একজন তাহার বাগান বাডী বিক্রয় করিবাব জন্য সংবাদ-পত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।

অতি চমৎকাব বাগান, "তিনতালা" বাড়ী, তিনটি চমৎকাব পুষ্করিণী, প্রায় ৫০০ আম, কাঁটাল, নিচু ও নানা প্রকার ফুলেব গাছ আছে, বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর আর চতুর্দ্দিকে প্রায ৫ ক্রোশের ভিতরে কোন উকিলের বাস নাই।

৩। উকিল বাবুর ব্যবসা খুব উঁচুদরের। তিনি

লোককে লড়িয়ে টাকা রোজকার করেন। নিজে কেবল ছাতুর গুলি লইয়া 'কসলত' দেখান। যে সে লোক আইন ক্ষেত্রে লড়াই করিবার 'বাগ' জানে না সুতরাং উকিল বাবু 'পরোপকার মহাব্রত' জপমালা করিয়া সেই সকল মূর্খদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান। কিন্তু অনেকের ভাগ্যে সে আলোক সহ্য হয না। পরিণামে প্রায়ই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়।

৪। খুব উদার ও রবারের তৈয়ারী, অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক মন না হইলে উকিল বাবুর ব্যবসা চলা ভার। চোর, জুয়াচোর, জালিয়াৎ, খুনী যে সে হস্তে মুদ্রা দিইলেই উকিল বাবুকে তাহার জন্য কোমর বাঁধিতে হইবে। অনেকে বলেন যে এরূপ স্থলে উকিল বাবু তাঁহার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য নহেন, কিম্বা যাহা বিচারস্থলে বলেন তাহা তাঁর মনের কথা নহে। এ সম্বন্ধে অনেক বিদ্বান্ লোক উকিল বাবুর পক্ষে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন সুতরাং এরূপ স্থলে আমার ন্যায় মূর্খের চুপ করিয়া থাকাই ভাল। কিন্তু সাদা কথায় মনে করুন একজন চোর কোন উকিলকে তাহার পক্ষে নিযুক্ত করিল। উকিল বেশ বুঝিলেন যে সে ব্যক্তি দোষী। কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তিনি যে ভাড়া করা কথাগুলি লইয়া যুদ্ধ করিলেন তাহার জন্য দায়ী কে? উত্তর—ব্যবসা।—

৫। লোকের বিপদের সময় উকিল বাবু দেবতা বিশেষ। আবার লোকে বিপদগ্রস্ত না হইলেও উকিল বাবুর মহাবিপদ। এ এক চমৎকার রহস্য। বোধ হয়

এই কারণেই পৃথিবী গোল। যাহাই হউক, আর উকিল বাবু নিজের পক্ষে যতই বলুন (বলাটা তাঁর হাতের ভিতর) এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি যাহার উপকার করেন তাহাকে বিলক্ষণ বাটালির ঘা মারিয়া ছাড়েন নিদেন একটা ছোবল, অর্থাৎ যতটা আসে।

৬। খুব ভাল উকিল মানে যিনি প্রায় মোকদ্দমায় জয়ী হয়েন, অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত হইলে লোক যাঁহাকে নিজের পক্ষে নিযুক্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। তিনি হয়কে নয় করিতে পারেন। কিন্তু উকিল বাবুর খুব ভাল হওয়াই ভাল, নচেৎ বড় কষ্ট। বাক্যশ্রেষ্ঠ রাবণ ও ঈশ্বর বিরোধী দানবদের নায়ক সয়তান তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি উকিল বাবু বড় লোক সুতরাং আদালত হইতে বাহির হইয়াই ম্যানিলা হস্তে লইয়া ক্রুমের ভিতর ঢুকিতে পারিলে লোকের কাছে তাঁহার মান-মর্য্যাদা থাকে। বগলে পাগড়ী ও রাস্তা হাঁটা উকিলের অবস্থা বিল সরকারের কাছাকাছি—অতি শোচনীয়।

৭। উকিল বাবু নামায় এক উৎকট ব্যয়রামে চিরকাল ভুগিয়া থাকেন। সে ব্যয়রামের নাম ক্ষুধা। সে ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই—সে পীড়ার চিকিৎসা নাই। বড় উকিল বাবু নিজের "কোর্টে" বসিয়া আছেন, খাদ্য আপনা হইতেই আসিতেছে। কিন্তু "ক্ষুদে' উকিল বাবুরা হাঙ্গরের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া আহারান্বেষণে দিবারাত্র সংসার সাগরে সাঁতার দিইতেছেন—মনে এক চিন্তা, কি উপায়ে আহার জুটিবে।

৮। শেষোক্ত উকিল বাবুরা সময়ে সময়ে রূপান্তর পাইয়া থাকেন—কিন্তু সেটা করা কেবল সমাজকে ছলনা করিবার অভিপ্রায়ে। রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে উকিল বাবু মুন্সেফ কিম্বা অনুবাদক নাম ধারণ করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হয়েন।—আবার কেহ বা বিপাকে পড়িয়া শিক্ষকরূপ ধারণ পূর্ব্বক তরুণবয়স্ক সুকুমার মতি বালকবৃন্দের বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জ্জিত করিবার অভিপ্রায় জীবনের সর্ব্বসুখ ত্যাগ করেন।

৯। "নগ্নক্ষপণকে দেশে কিং করিষ্যন্তি রজকাঃ"।—পৃথিবীতে নিশ্চয়ই অনেক স্থান আছে যেখানে উকিলের প্রাদুর্ভাব নাই। কিন্তু রত্নগর্ভা বাঙ্গালা দেশে উকিল বাবুর সে ভয় নাই। এখানে একটি নর্দ্দামা লইয়া দুই পক্ষে এমন ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল যে বিলাত অবধি আপিল হয় আর লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। বাগানের আম্র বিভাগ লইয়া কোন সংসারে এমন কলহ উপস্থিত হয় যে দুই পক্ষ শেষে ছারখার হইয়া যায়। সুতরাং সোণার বঙ্গদেশে উকিল বাবুরা ক্রমাগত দাবা ধরিয়া কিস্তি দিইতেছেন।—কিন্তু সকল উকিল বাবুর কপাল সমান নহে কেহ বা খালি বলিতেছেন "মক্কেলের জ্বালায় প্রাণ যায়রে বাসদেব" আবার কেহ বা বলিতেছেন "মক্কেল বিহনে গেলুমরে বাসদেব"।—তবে এক কথা, বড় উকিল বাবুদের ক্ষুদ্র উকিলদের সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। তাঁহারা অনেকে ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শিকার ধরিতে শিক্ষা দেন।

১০। ব্যবসায়ের অনুরোধে উকিল বাবুর তর্কশাস্ত্রে

পাণ্ডিত্য লাভ করা চাই, বাক্যশাস্ত্র ইঁহাদের অন্ধের যষ্টি। যাঁহারা অধিক কথা কহিতে নারাজ কিম্বা অপারক তাঁহারা যদি ভুলক্রমে উকিল হইয়া পড়েন তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। অনেকে বলেন যে উকিল হইলেই লোকের মন উদার হইয়া দাঁড়ায়, সেটা ভুল। উকিল বাবুর উদারতা তাঁহার মনের স্বচ্ছন্দতার অর্থাৎ সংসারে "অহবিমটরভাব" প্রমাণ মাত্র। যিনি "কাঁচা পয়সার" অর্থ বুঝেন না তিনি এ বিষয় বুঝিতে পারিবেন না। ডাক্তারের মোটা ঘোড়া আর উকিলের "খোলা মন" দুটি দুই পক্ষের সাংসারিক স্বচ্ছন্দতার বাহ্যিক প্রমাণ। উকিল বাবু চিরজীবী হউন তাঁর অবস্থা প্রতিদিন উত্তরোত্তর ভাল হউক। কিন্তু পৃথিবীতে যে দিবস হইতে তাঁহাদের সকলের অন্নকষ্ট হইবে সেই দিবস হইতে সত্যযুগ পুনরারম্ভ হইবে। এখন প্রার্থনীয় কোন্‌টি?

ডাক্তার বাবু।

১। ডাক্তার বাবু বেশ লোক, দিব্বি—দেখলেই একটু ফিক্‌করে হাঁসিয়া "ভাল আছেন ত?" জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। কথাগুলি যেন আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। লোক সাধারণের পক্ষে চেনা ডাক্তার বাবু নামায় বন্ধু আর বাড়ীতে শক্ত ব্যায়রামের সময় দেবতা বিশেষ, বিশেষ যদি টাকা না দিইতে হয়, অর্থাৎ যদি বড়জোর "পালকি ভাড়ার" উপর দিয়া চলিয়া যায়।

২। স্বভাবতঃ ডাক্তার বাবু বেশলোক না হইলেও ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে সমাজিক হইতে হইবে, দুটো বাজে কথা কহিতে হইবে, আর আয় বৃদ্ধির জন্য অনেক রকম "চাল" শিখিতে হইবে তাহা না হইলে সব মাটি হইয়া যাইবে।

৩। ডাক্তার বাবুকে সময় বিশেষে "কাটা পোসাক' পরিধান করিতে হয়, তাহা না হইলে প্রায় থান ধুতি। কালা পেড়ে সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে, ডাক্তার বাবুর দর অনেকটা কমিয়া আইসে। থান ধুতিতে কেমন একটা গাম্ভীর্য্য আছে, অনেকটা ভক্তিরসের উদ্রেক হয়।

৪। যে পাড়ায় এক জন ডাক্তার বাবুর একাধিপত্য—তিনি সুখে আছেন—দুজন কি অধিক থাকিলেই সর্ব্বনাশ ডাক্তার বাবুরা পরস্পর খুব বন্ধু, দেখলেই হাসি ও গল্প করা অভ্যাস আছে, কিন্তু সে হাসি অন্তরের নয় অনেকটা মৌখিক কিম্বা স্বপত্নীর।

৫। ডাক্তার বাবুরা ডাক্তার হইবার পুর্ব্বে মানুষ থাকেন কিন্তু ডাক্তার হইলেই না দেবত্ব নয় পিশাচত্ব লাভ করেন। সকলেই তাঁহাদের কিনিয়া ফেলে। মনে করুন কোন পাড়ায় বিস্তর রকম লোক বাস করেন, যথা রোগী, চির প্রবাসী, পরান্ন-ভোজি, পরাবশথশায়ী, দেশহিতৈষী, পূজারী, দেনাদার, পাওনাদার প্রভৃতি, কিন্তু যদি সেই ভিড়ের ভিতর এক জন ডাক্তার বাবু থাকেন তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে, সবাই তাঁহাকে চেনে, আলাপ না থাকিলেও চেনে, বিশেষ রকম চেনে। এই মনে করুন এক জন

তাঁহার বাটীর রোয়াকে বসিয়া আছেন, আর এক জন আগন্তুক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মশাই অমুক ডাক্তারের বাড়ী কোনটা?" তিনি অমনি বলিলেন "কি আপদ, এই যে সোজা গিয়ে ডাইনে গলির ভিতর ঢুকে বাঁয়ে আস্তাবলওলা বাড়ী।"

৬। স্বর্গীয় মহাত্মা নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ডাক্তার-দের উপর অচলা ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন যে উকিল-দের কেবল আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হয়। এইরূপ কিছু-কাল করিতে করিতে তাহারা সত্য ও মিথ্যা প্রভেদ করিতে পারে না, কিম্বা পারিলেও করে না। রাজনীতি লইয়া যাহারা সদাই উন্মত্ত, তাঁরা কেবল স্বপক্ষের জয় অনুসন্ধান করেন, তাহাতে দেশের মঙ্গল হউক বা অমঙ্গল হউক, সে বিষয়ে তাঁহারা দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন না। কিন্তু ডাক্তারি স্বর্গীয় বিদ্যা, লোকের "নিয়তির" সঙ্গে তাঁহাদের কারবার—মানুষ মরিয়া যাইতেছে তখন তাহাকে মরিতে দিইবেন না। কিন্তু ব্যবসায় চক্রে পড়িলেই স্বর্গীয় বিদ্যা "তুলোপেঁজা" হইয়া পড়ে। বিদ্যা অর্থকরী হইলে অনেক সময় সে বিদ্যার দর কমিয়া যায়। কিন্তু আমি কি লিখিতে কি ছাই লিখিতেছি, ভুল ক্রমে গম্ভীরত্ব ধারণ করিয়াছি। ঐ আমার বড় দোষ; নিজের ওজন সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই।

৭। বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারের অনেক রকম নাম আছে, যথা ভিষক, চিকিৎসক, বৈদ্য, কবিরাজ, ধন্বন্তরি ইত্যাদি, কিন্তু অপভাষায় আরও বেশী কথা—নাড়ীটেপা হাতুড়ে, গোদাগা, খুনেডা, আবার কেউ কেউ পরামাণিক ও

বলিয়া থাকে। ডাক্তার বাবুরাও নিজ নিজ গুণানুযায়ী এই সমস্ত নামগুলি অধিকার করেন। নাম সম্বন্ধে স্কুল মাষ্টার আর ডাক্তারের কপাল সমান, সম্মুখে ছাত্রনামায় মাষ্টারকে মাষ্টার মশাই বলিয়া ডাকে কিন্তু পিছনে কেদার মাষ্টার, ব্রজ মাষ্টার এই রকম নামেরই চলন, আবার মাঝে মাঝে মিষ্টতর সম্ভাষণও হইয়া থাকে। বাবু বলিলেই বাঙ্গালীর একটু কেমন মান্য করা হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবুরা সে সুখে বঞ্চিত "অমুক ডাক্তার" "অমুক ডাক্তার" এই হচ্চে চলন্। যদি কেহ বলেন যে সাহেব ডাক্তারকে কেহই "মিষ্টার" বলে না, তাহার উত্তর এই যে ইংরাজিতে ডাক্তার নামের যে মান্য বাঙ্গালা ভাষায় সে চলন আজও হয় নাই।

৮। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সব ব্যবসায়ে "চালের" দরকার, কিন্তু ডাক্তারিতে "চাল" না হইলে একেবারে চলে না। পূর্ণমাত্রায় ডাক্তার হওয়ার দিন হইতে "পটল তোলার" দিন অবধি এই "চাল" অত্যাবশ্যক। ডাক্তার বাবু যে দিন প্রথমে আসরে নামেন সে দিন বড় ভয়ানক। রাস্তায় গাড়ির ভিড়ে কলিকাতায় নবাগত পল্লিগ্রামবাসীর যেরূপ দুর্দ্দশা, ডাক্তার বাবুরও তদ্রূপ। কোথা যাই, কি করি, কেহ ডাকিবে কি না, এই ভাবনা লইয়া ডাক্তার বাবু অস্থির। গাড়ী ঘোড়া না থাকিলে মান থাকে না—মায় কবিরাজেরা অবধি গাড়ী চড়িতেছে। সুতরাং নাপিতের মত পদব্রজে বাহির হওয়া মহাদায়। এ রকম অবস্থায় গাড়ি ঘোড়া ভারি আবশ্যক—কিন্তু ঘোড়া রোজ রোজ দানা খায় আর কোচমান ও সহিস প্রতিমাসে মাহিনা লয়, মহা মুস্কিল।

আবাব ওদিকে চাকবিতে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। ছাপ্পান্ন লক্ষ, পঁচিশ হাজার, নয় শত, পঞ্চাশের ভিতর ছাপ্পান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজাব, নয় শত, উনপঞ্চাশ নম্বর কোন প্রকাবে রাখিতে পারিলে, তবে কপালে পাশ হওয়া ঘটিবে। তাহাব পবে ত্রিরাট নয় বর্ষায ৫০ টাকা বেতনে ছুটিতে হইবে। তাও আবার পাশ হইবার পবে মাপা বয়সের এক ঘণ্টা বযস বেশী হইলে চাকরীও জুটিবে না। সুতবাং ডাক্তাব বাবু চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন. আর পৃথিবী যে গোল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন।

৯। তাহার পবে ক্রমে ডাক্তার বাবুব চিকিৎসা (practice) সুরু হইল। মেজো মামার পরিবারের ৫ বৎসর নাগাড ব্যযরাম, মেজো মামা মাসে কুড়িটি টাকা রোজকার কবেন। প্রথমে সেই স্থানে চিকিৎসা সুরু হইল। "খুড়া মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ শ্যালকের মামাতো ভাই" রঙ্গপুর থেকে গরগণ্ড নিয়ে এসেছিল, তাঁহাবও পয়সা দিইবাব ক্ষমতা নাই। পাড়াব অমুক বাবুদের বাড়ীর ঝির ওলাউঠা হইয়াছে, বাবু ভাল ডাক্তার আনিতে অনিচ্ছুক (পয়সা দিইতে হইবে,) সুতবাং শিকলি গডা মিস্ত্রী গোচ একজন যা হোক রকমের ডাক্তার চাই। এক ছিলিম তামাক আর গোটা দুই মিষ্টি কথাব দবকার। এই রকমে ডাক্তাব বাবুর ডাক্তাবী আরম্ভ হইল ও দিকে সংসারের জ্বালায় ডাক্তাব বাবুর প্রাণ যায় যায়। তাহার পর মরে পিটে একটা "সুট" প্রস্তুত হইল। কিছুদিন পরে একটা ডাক্তার খানাব দ্বারদেশে "অমুক, এম, বি, বা এল, এম, এস্ এখানে

বিনা মূল্যে চিকিৎসা করেন ও নীরোগ হইবার উপায় বলিয়া দেন” একখানা সাইন বোর্ড খাটান হইল ডাক্তার বাবু দেখিলেন তাহাতেও বিশেষ কিছু হয় না, যা দুপয়সা রোজকার করেন ঘোঁড়াটা সব খেয়ে ফেলে। তিনি তখন প্রাণপণে লোকের কাছে প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও রোগীদের যত্ন করিতে লাগি-লেন, এমন কি যমে ছাড়ে তবু তিনি ছাড়েন না। ডাক্তার বাবু দেখিলেন তাহাতেও বিশেষ কিছু হয় না। মহা মুস্কিল, কাণে রাবণের চুলির আওয়াজ আসিতেছে, ভাবনায় অর্দ্ধেক চুল পাকিতে সুরু হইল। তাহার পরে হয়ত শুনিতে পাওয়া গেল ডাক্তার বাবু কুলি জাহাজে ডিমারারায় গমন করিয়াছেন কিম্বা সিলংএর চাবাগানে ভাগ্য শোধরাইতে গিয়াছেন।

১০। যাঁহার কপাল জোর আছে, অর্থাৎ দু দশ জন মাতব্বর বন্ধু বান্ধব আছেন, কিম্বা হয় ত যাঁহার বড় দাদা প্রতি মাসে বেস দুপয়সা আনিতেছেন, অর্থাৎ সংসারে “হরিমটর” বন্দোবস্ত নাই, তিনি “স্বকৃতভঙ্গ” একটা ডাক্তারখানা সাজাইয়া আসরে নাবিলেন। তাঁহার বন্ধুরা চতুর্দ্দিকে “আহা বড় ভাল ডাক্তার, মিড্ওয়াইফারি মুটোর ভিতর” ইত্যাদি রব তুলিয়া দিলেন। ডাক্তার বাবুও ক্রমে ক্রমে দশ জনের নজরে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার এক রকম চলিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘোড়ারও শ্রী বাহির হইতে লাগিল। ডাক্তারের মোটা ঘোড়া দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে তাঁহার ভালরূপ চলিতেছে।

১১। আবার কেহ কেহ উচুদরের "ওস্তাদ", হয়ত কাগজে ছাপাইলেন অমুক ডাক্তার সহরের ভিতর দিবাভাগে রোগী দেখিতে কেবল মাত্র ১০০ টাকা লইয়া থাকেন, আর সহরের বাহিরে এক পা যাইলেই ৫০০৲ টাকা লইয়া থাকেন!!! এ এক রকম চাল। কেহ বা ধন্বন্তরির "চাল" চালেন, রোগ নির্ণয় করিতে সময় লাগে না—অর্থাৎ রোগীকে দেখিবার পূর্ব্বেই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, আবার কেহ বা খালি "টেনে বুনচেন" অর্থাৎ রোগী না মরে অথচ হাতে থাকে। কেহ বা কোন বড় লোকের বাড়ী ফ্যামিলি ডাক্তার হইলেন। বাবুর ঘোড়া, গরু, মহিশ, কোচম্যান, সরকার ও চাকরদের ব্যয়রাম "তাহুব" করা আর খাস্ বাবুর মাথা ধরা পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবা বৎসর সালিয়ানা কমবেশ ৫০৲ পাইবেন বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—মহতের আশ্রয় ভাল, বিশেষ যদি কর্ত্তা স্বয়ং "জমি লযেন" তাহা হইলে "পোযাবার"।

১২। শেষে বলা উচিত যে ডাক্তার বাবুর কাজের উচিত দাম সকলে দেন না। কিন্তু বিস্তর আনাড়ি ডাক্তারি ব্যবসায় মাটি করিতেছে। মড়ক না হইলে ইহারা প্রায় হাঁসে না। এইরূপ প্রবাদ একজন ডাক্তার কোন রোগীর দাঁত তুলিতে যান। প্রথম হ্যাঁচকায় না উঠাতে ডাক্তার তাড়াতাড়ি রোগীর মুখ বাঁ পা দিয়া চাপিয়া ফের সজোরে হ্যাঁচকা দিয়া তার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। অনেকে মূর্খ লোকের কাছে ভয়ানক "চাল"

চালেন। কোন ব্যক্তি সর্দ্দি ও গলার ব্যথায় বাব্‌রহিত হইয়া তিন দিন পড়িয়াছিল। একজন "ভ্যাজাল" ডাক্তার রোগী দেখিয়া তাহার বন্ধু বান্ধবকে বলিলেন—জরাক্সিস বা "আলেকজাণ্ডার" হয়েছে—বড় ভয়ানক ব্যযরাম।

১৩। আমি আজ ডাক্তার বাবুকে লইযা অনেক নাড়া চাড়া করিয়াছি। কিন্তু আমি নিজে ব্যয়রামকে ভয় করি—সুতরাং বলা ভাল ডাক্তার বাবু বেশ লোক—তিনি না থাকিলে এক দণ্ড কাজ চলে না—তিনি দেবতা। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

—:•:—

ভিড় ঠেলা।

মনোযোগের সহিত দেখিলে অনেক জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের এ অভ্যাস থাকিলে সমাজের অনেক উপকার হইত এবং লোকেরও জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া আসিত। সংসার চক্র অনবরত ঘুরিতেছে, কাহার ভাগ্যে প্রথমে সুখ পরে দুঃখ, কাহার বা প্রথমে দুঃখ পরে সুখ। কেহবা অনন্ত সুখে, কেহবা অনন্ত দুঃখে কাল কাটাইতেছে। কিন্তু সকলে যদি ভিড়ঠেলার উপায় জানিত তাহা হইলে সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইত।

২। যখন হাওড়ার পুল তাড়িতের দ্বারা আলোকিত করা হয়, তখন আমি সেই দৃশ্য দেখিতে গিয়াছিলাম। পুলের উপরে গিয়া অগ্রসর হওয়া দুষ্কর হইল—মহা ভিড়।

আমি ও আমার কয়জন বন্ধু এক স্থানে আটকাইয়া রহিলাম, অগ্রসার হওয়া অসম্ভব বোধ হইল। কিন্তু এক এক জন লোক আমাদের এবং আমাদের সম্মুখস্থ সেই বৃহৎ মনুষ্য সমুদ্রের ভিতর দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। আমরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর আমরা যে প্রকারে পুলের অপরপারে যাই ও জীবিত অবস্থায় পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসি সে অনেক কাহিনী। এখন সে কথা মনে পড়িলে অবশ্য হাসি পায়, কিন্তু সে সময়ে কান্না আসিয়াছিল। ক্রমে দেখিলাম যে সংসারেও এই ভিড়ঠেলা চলিয়াছে কিন্তু এ ভিড়ঠেলা দৈহিক বলের উপর নির্ভর করে না।

৩। অনেক "ভট্টচাজ্" মহাশয়েরা একত্রে টোলে পড়া সুরু করিলেন, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়। তাঁহারা দর্শন শাস্ত্র হজম এবং অমরকোষ কণ্ঠস্থ করিয়া অদ্যাবধি সেই শ্রাদ্ধের বিদায় আদায় করিতেছেন, সেই চাল কলা ও দানের ঘড়া লইয়া ব্যস্ত আর কোন রকমে "টেনে হিঁচড়ে" জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু ন্যায়বাগীশ মহাশয় "হু হু" করিয়া ভিড়ঠেলিয়া বেরিয়ে পড়িলেন। এঁরা তখন "ক্যাল ক্যাল করিয়া" চাহিলেন আর বুঝিলেন যে "গিভ্ দি ডোরে" কাজ আট্‌কায় না।

৪। আমাদের দেশে লেখা পড়া শিখিয়া (যার মানে হচ্চে খান কতক বই পাঠ করিয়া) অনেকে কেরাণী হইয়া জীবনযাত্রা সুরু করেন। সকলেরই মনোগত ভাব কিসে

আয়ের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ভিড়ঠেলা বড় শক্ত কাজ ১বৎরের পরে কাহার আড়াই টাকা, কাহার তিন টাকা, কাহার বা পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইতেছে, কাহার বা সমভাব, কাহার বা কমিয়া যাইতেছে। আবার কেহ কেহ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছেন। আজ এক শ টাকা, কাল তিন শ, পরশু চার শ, তাঁহার গতিরোধ করে কে? যাঁহারা নিজের গুণে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। বঙ্গসমাজের একটি রত্ন ৺ শ্যামাচরণ বিশ্বাস ইহার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কিন্তু ভিড়ঠেলার উপায় ভাল রকম জানা থাকিলে গুণের আবশ্যক প্রায় হয় না। কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কি নাপিত কি বস্ত্রধাবক সকলেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

৫। আমার জানিত কোন এরুজন ধনাঢ্য ব্যক্তি মাসকতক ধরিয়া অনবরত গীতবাদ্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলাম যে গানবাজনায় তাঁহার এত অধ্যবসায়ের কারণ কি? তিনি বলিলেন যে ভাল করিয়া শিখিতে পারিলে তাঁহাকে দশ জনে চিনিতে পারিবে ও তিনি নানা দেশ হইতে সম্মান-সূচক উপাধি পাইতে পারিবেন। আমি বলিলাম যে আপনি ভিড় ঠেলা শাস্ত্র চর্চ্চা করেন নাই, সেই জন্য এরূপ বলিতেছেন। যদি উপাধি পাইবার ইচ্ছা থাকে বাদ্য যন্ত্রগুলা টেনে ফেলে দিন, এত টাকা থাকিতে আপনার কিসের ভাবনা? গান বাজনা শিখিবার বিশেষ দরকার কিছুমাত্র নাই—সে সব কেবল নাড়া চাড়া করিতে

পারিলেই উপাধি পাইবেন। তিনি আমার কথা না শুনিয়া অধিকতর যত্নের সহিত গানবাজনা শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু উপাধি পাওয়া দূরে থাক—তাঁহাকে অদ্যাবধি সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া আজও কেহই চেনে না।

৬। এই প্রকারে জীবনের এক এক করিয়া সমস্ত পথ দেখিলে ভিড় ঠেলা জানিবার অব্যর্থ ও অমোঘ গুণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু সকল সময়ে এ কৌশল খাটে না। আমি এক জন লোককে জানি তাঁহার লেখা পড়ায় আমার অপেক্ষা কম দখল। সুতরাং তাঁহার গণ্ড-মূর্খতার অধিক পরিচয় দিইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু লোকটির ভয়ানক সাহস। কিসে মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে, কি উপায়ে দশ জনে তাঁহাকে চিনিবে দিবারাত্রি, সেই চেষ্টা। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই এটি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস গুণ থাকুক বা না থাকুক। কিছু দিন পরে শুনিলাম যে সে ব্যক্তি দশ জনের সাহায্য লইয়া একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতেছে। তখন ভাবিলাম যে এইবার কয়লা হইতে হীরক প্রস্তুত হইবে। তাহার পর কিছু দিন পরে আরও শুনিলাম যে সে ব্যক্তি বড় লাটের লিভিতে যাইতেছে ও শীঘ্রই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে। বড় লাটের লিভি আর জগন্নাথ ক্ষেত্র দুই সমান। ভাল, খারাপ সব রকম লোক একটু চেষ্টা করিলেই যাইতে পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে শুনিয়া ভাবিলাম যে লোকটা ভিড় ঠেলা শাস্ত্রে খুব পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহার পূর্ব্বে অনেক নির্গুণ লোক এই ভিড় ঠেলার

সাহায্যে "উৎরে" গিয়াছে। দুই বৎসর পরে এক দিন তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় কিন্তু শুনিলাম যে তাঁহার আশা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু সেটি ঠিক তাহার দোষে ঘটে নাই। ভিড ঠেলিতে ঠেলিতে ঠিক স্থানে লক্ষ্য না রাখিয়া নূতন স্থানে গিয়া পড়াতে সব খারাপ হইয়া যায়। এইরূপ দুর্দ্দশা অনেকেরই ঘটিয়াছে, তবে কেহ ধরা পড়িয়াছেন কেহ বা অন্ধকারে বেশ আছেন। সংসারে এই ভিড় ঠেলার স্রোত দিবা রাত্রি বহিতেছে কিন্তু কৌশল না জানিবার কারণে সকলের ভাগ্যে সমান ফল হয় না। ডাক্তার বাবু নামায় দ্বিতীয় ভিষকরাজ দুর্গাচরণ ডাক্তার হইবার যোগাড়ে ঘুরিতেছেন (সে ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা থাক বা না থাক), অমুক উকিল বাবু দ্বিতীয় দ্বারকানাথ মিত্র হইবার চেষ্টায় আছেন (অন্ততঃ মনোগত ভাব এই রকম), ব্যারিষ্টার বাবুরা কিসে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হইবেন সেই চেষ্টা দেখিতেছেন (যদিও অনেকে মুন্সফি পাইলে বাঁচিয়া যান), অনেক সম্পাদক দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস পাল হইবেন বলিয়া লেখার ভাব বদলাইতেছেন (যদিও তাহাতে কিছু মাত্র ফল নাই), অনেক স্কুল মাষ্টার দ্বিতীয় প্যারীচরণ সরকার হইবেন বলিয়া "টেঁকে" আছেন (সে গুণ ও অমায়িকতা থাক বা না থাক), অনেক বোতল শিশি ক্রেতা অনেক উঁচুদরের আশায় ঘুরিতেছে (ধনভাগ্য থাক আর না থাক) এইরূপ যে দিকে চাউবে দেখুন সেই দিকেই দেখিবেন যে, সংসারের সর্ব্বত্র এই ভিড ঠেলার স্রোত চলিয়াছে।

তবে কৌশল না জানা থাকিলে সময়ে সময়ে ভয়ানক অপদস্থ ও হতাশ্বাস হইতে হয়। মনে করুন আমি জজ হইলাম, জজের পোষাক অবধি খরিদ করিলাম, শেষে কোথাও কিছুই নাই। উঃ কি ভয়ানক গাত্রদাহ, কি অসহ্য কষ্ট—কি দারুণ যন্ত্রণা? কিন্তু আমার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে আমি নির্গুণ, সব কাজ তালিতুলি দিয়া চালাইতে হয়। শুধু ভিড ঠেলার উপর নির্ভর করিলে মাঝে মাঝে এই প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

বাবু (শ্রীল শ্রীযুক্ত।)

কলির আদরের জিনিষ, সাপের পাঁচ পা, পাকা হরীতকী, কিম্বা তেলাকুচো, অসময়ের ফল, বাবুকে যাহাই বলুন তাহাই সাজে। লোকে শিব গড়িতে গড়িতে কখন কখন ভুলক্রমে আর কি গড়িয়া ফেলে। সৃষ্টিকর্ত্তারও বোধ হয় সৃষ্টি করিবার সময় মানুষ বিকৃতি পাইলে কিরূপ দাঁড়ায় দেখিবার অভিলাষ হইয়াছিল।

বাবু বড়লোক, তবে সেটা স্থান বিশেষে ঘটে। বাবু নির্ব্বল কিম্বা দুর্ব্বল, তবে জায়গা বিশেষে সবল হইয়া দাঁড়ান। বাবু নয় ভয়ানক মোটা নয় রোগা। দুটি হাত কায়ক্লেশে স্কন্ধদেশ হইতে কবজায় ঝুলিতেছে, পদযুগল কোন রকমে দেহ ভার বহন করিতেছে, চক্ষুদ্বয় সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দর্শন-ক্রিয়া সাধন করিতেছে। বাবুর দৌড়াইবার অধিকার নাই তাহা হইলে লোকে অসভ্য বলিবে। আর তাহা

না হইলেও পড়িয়া "পলকা" হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ভয় বিলক্ষণ আছে। অপরের দ্বারা বিনা কারণে অপমানিত হইলে তাহার গায় হাত তুলিবার অধিকার নাই, চাইকি বাবু নিজে দুঘা খাইয়াও চুপ করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন যে যোগাড় পাইলে বাবুর হাত পা খুব খেলে, কিন্তু তাহা না হইলে তিনি সভ্যতার দোহাই দিয়া বাঁচিয়া যান। তবে লোককে "বাগে" পাইলে বাবুর অন্য প্রকার ভাব দাড়ায় (ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ইত্যাদি)

ইংরাজের রাজত্বে বাবুর রাসায়নিক 'বিভাগ করণ" (chemical analysis) বাহির হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বাবু বোধ হয় বেশ ছিলেন অন্ততঃ তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিত না।

এক্ষণে বাবু বিলক্ষণ দেখিতেছেন যে খাটি বাবুয়ানা বর্ত্তমান সমাজে 'কল্কে' পায় না। তাহাতে তুলি দিইলেও কিছু হইবার জোটি নাই। আগাগোড়া বদল দরকার উনিশ শতাব্দীর সভ্যতা এবং বাবুয়ানার সভ্যতা কাংস্য পাত্র ও মৃণ্ময় পাত্রের ন্যায় পাশাপাশি ভাসিতেছে। খুব বড় বাবুর শরীরে কোন গুণ থাক আর না থাক, খান কতক গাড়ী গোটাকতক ঘোড়া ও পোষাক পরা চাকর আর কিঞ্চিৎ পৈতৃক বিষয় থাকিলেই চুকিয়া গেল। তিনি মনে করিলেই বড় বড় সাহেবের কাছে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার কাছে তিনি যান তিনি কি ধরণের লোক? তিনি হয়ত স্বার্থের জন্য প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে পারেন আর বাবুর হয়ত "তুলোভরা" তাকিয়াতে "খোঁচ খোঁচ" ঠেকে। তিনি হয়ত অশ্বপৃষ্ঠে বিশ মাইল অনায়াসে

ঘুরিয়া আসিতে পাবেন আর বাবুর ওকাজ মোটেই আসে না। তিনি আত্মরক্ষার জন্ত দরকাব পড়িলেই "ঘুসো" চালাইতে পারেন, আর বাবু বলেন ওসব 'ধাবড়ামিব" দবকার? এ সম্পর্কে বাবু প্রকৃতপক্ষে ফিলসফার, কাবণ তিনি জানেন যে যে দেহের মূল্য অতি কম, সে নশ্বব দেহ বক্ষার জন্য হাত পা চালনা করা অনাবশ্যক।

কলিতে বাবু কথাটিব মানে নানা বকম। চাকবেব বাবু সম্বোধন মিষ্ট, স্থানবিশেষে মিষ্টতব, কিন্তু সাহেব যখন বাবু বলিয়া ডাকেন, তখন একেবারে অধঃপতন, বিশেষ সাদ সাহেবেব রং কাল হয়। কলিতে ও আমাদেব কপাল গুণে অধুনা সাহেবদের রং ত্রু বকম দাঁড়াইযাছে। এই বিষয় লইয়া আমাদেব দেশেব এক জন কৃতবিদ্য লেখক অনেক কথা লিখিয়া গিযাছেন, সুতবাং আমাব অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

আলিবাবা লিখিয়াছেন যে তিনি এক দিন 'এক খানি" বাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবেন যে তাহাব আত্মা আছে কি না? তাহাব উত্তবে "বাবুখানি" বলেন যে "না"। আলিবাবা যে এ বিষয় লইয়া অত্যন্ত বাডাবাড়ি কবিযা গিয়াছেন তাহাব সন্দেহ নাই, কিন্তু বাবু নিজেব গুণে নিজের পবিচয় সমস্ত জগৎকে ভাল কবিযা দিতেছেন। কিন্তু আলিবাবাব লিখিত বাবু বাঙ্গালী নামায় সকলকে লক্ষ্য কবিয়া লিখিত হইয়াছিল, আব আমাদেব বাবু যাঁহাকে বাঙ্গালীর ভিতবে বাবু বলিযা উল্লেখ করাযায়। বাবু শব্দেব ইতিহাস বড় "গোল মেলে"। কেহ বলেন যে

বাবু পারসী কথা, আবার কেহ বলেন যে বাবু স্পষ্ট দেশী-কথা। যাহা হউক কথাটিতে বোধ হয় ব্রহ্মশাপ ছিল। কথাটির চলন না হইলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, য়ুরোপের সভ্যতার সহিত বাবুয়ানার সভ্যতার তুলনা হয় না। অন্যান্য দেশের বড় লোকেরা ব্যায়াম চর্চ্চাকে জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আর আমাদের বাবুদের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। খাটি বাবু হইতে হইলে অনেকগুলি গুণ থাকা চাই। কোন ব্যক্তি কষ্ট সহিষ্ণু হইলে তাহাকে বাবু বলিতে পারা যায় না। বাবু সমস্ত কাজ যতদূর সম্ভব "মারফত" চালাইবেন। বাবু শুইয়া তামাক খাইতেছেন, আর মনে করুন মুখ হইতে নলটি খুলিয়া গেল। যিনি প্রকৃতপক্ষে বাবু তিনি কখনই নলটি তুলিয়া লইবেন না। ভৃত্য সে কাজ সম্পাদন করিবে। প্রকৃত পক্ষে বাবুর রৌদ্রে বাহিরে হওয়া এক রকম শাস্ত্র নিষিদ্ধ। যদিও কখন বাহির হন ভৃত্য মাথার উপর 'আত পত্র' ধরিবে, তাহা না হইলে অনেকটা মানহানি হইবার সম্ভাবনা। বাবুর অঙ্গচালনা করা কিম্বা দ্রুতবেগে চলা অত্যন্ত অপমানের বিষয়। বাবু হইলে নিদ্রাদেবীর উপাসক হইতে হইবে। প্রত্যুষে উঠিলে "বাবুত্ব" অনেকটা কমিয়া যায়। বাবু হইতে হইলে দু এক খানি পোষা ব্যায়রাম চাই, তাহা না হইলে ফ্যামিলী, ডাক্তারের কাজ কমিয়া যায়। বাবুর আর ও নানা রকম গুণ আছে সে সব লিখিয়া শেষ করা যায় না।

হংস সভা।

গত রবিবার মধ্যাহ্নে হংসসভার একটি অধিবেশন হয়। প্রথমেই শুক্লগ্রীব নামক সভাপতি মহাশয় "পাঁক পাঁক" আওয়াজ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সভাস্থ সমস্ত হংস সেই দণ্ডে মহা কোলাহলের সহিত "পাঁক পাঁক" শব্দ করিয়া ও ডানা ঝাড়িয়া মনের আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে গোলযোগ থামিতে প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। তাহার পরে শুক্লগ্রীব একটি সুদৃশ্য রাজহংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া সভার কার্য্য বিবরণ পাঠ করুন, আমি ততক্ষণ গুগ্‌লী শীকার করি।" এই বলিয়া শুক্লগ্রীব ডুব মারিলেন। আবার গগন মার্গ "পাঁক পাঁক" আওয়াজে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সম্পাদক মহাশয় লঘু স্বরে দুইবার "পাঁক পাঁক" করিয়া এইরূপ বলিতে সুরু করিলেন। "অদ্য হংসসভার কি শুভদিন! রাজহংস পাতিহংস, চীনহংস, বামচক্র, চক্রবাক প্রভৃতি নানা রকম হংস সমবেত হইয়াছেন। আমাদের উদ্দেশ্য কি? হংসজাতির উন্নতি সাধন করা (পাঁক পাঁক)। দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমাদের সমাজের নায়কেরা সকলে অদ্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। গুগলীঘাটার রাজহংস পরিবারে ভয়ানক মকর্দ্দমা বাঁধিয়াছে সুতরাং তাঁহারা উভয়েই আসিতে পারেন নাই। শামুকবাজারের রাজহংসেরা ব্যায়রামে ভুগিতেছেন, আর তা ছাড়া তাঁহারা সকলেই

বাৰ্দ্ধক্য বশতঃ "জযগদ্গৰ্" হইয়া পড়িয়াছেন। তবে সুখের বিষয় এই যে সেই উচ্চ বংশের হংস শ্রীনীলহংস "মাথাধরা" হইয়া উঠিয়াছেন (পাঁক পাঁক)। এই সকল নানা কারণে বিস্তর বড় হংসেরা অদ্য এই সভায় আসিতে পারেন নাই।

এই সময়ে বক্রগ্রীব নামক হংস উঠিয়া বলিলেন যে, গুগলীঘাটার রাজহংসদের এই সভায় উপস্থিত থাকা অত্যন্ত উচিত ছিল। যে হেতু হংসজাতির উন্নতি সম্বন্ধে সকল হংসেরই যত্ন প্রদর্শন করা উচিত। এ সময়ে ঘরাও ঝগড়া ও মারপিট করিয়া সময় যাপন করা অত্যন্ত অন্যায়। ক্ষুদ্র গ্রীব নামক অপর একটি হংস চসমা নাকে দিয়া দাড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "যে সময় সম্পাদক মহাশয় সভার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিতেছেন সে সময় তাঁহাকে বিরক্ত করা ভারি অন্যায়। এ একরকম ছোট লোকমি।" সেই মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিক হইতে "পাঁক পাঁক" শব্দ হইতে লাগিল ও প্রায় পাঁচশত হংস একত্র মিলিয়া বক্রগ্রীবকে ঠোকরাইতে লাগিলেন।

এই সময় সভায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সমস্ত গোলযোগ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় "চুপ চুপ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন আর সমস্ত হংসও "চুপ" বলিয়া মহা গোলযোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত হইল। সম্পাদক মহাশয় পুনরায় সুরু করিলেন "ঢাকার হংসসভা হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে সেখানকার হংস-

দের আমাদের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহারা বলেন যে বিধবা বিবাহ চলন হওয়া ও বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ সকল বিষয় লইয়া এখানে তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। ("প্যাঁক প্যাঁক")। এক্ষণে আপনাদের অনুমতি লইয়া আমি সভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব দিয়া ক্ষান্ত হইব। গত বৎসরে হংস সভার আয় ৫০০০৲ টাকা হইয়াছিল। তাহার ভিতর ২০০০৲ টাকা পুস্তক ছাপাইতে, ভৃত্যদিগের বেতন দিইতে ও অন্যান্য নানা রকম "খুজরা বা খরচা" হিসাবে ব্যয় হইয়া যায়। আর বাকি টাকা ইংরাজ রাজ্যের রাজপ্রতিনিধির দেশে যাইবার সময় খরচ হইয়া যায়। সকলেই জানেন যে সেই মহাত্মা হংসজাতির উন্নতির নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন, এমন কি সেই নিমিত্ত তাঁহাকে এক রকম "এক ঘরে" (boycotted) হইতে হইয়াছিল। সুতরাং কয়েক জন বড় বড় হংস মিলিয়া স্থির করেন যে, দেশে ফিরিয়া যাইবার অগ্রে সেই মহাত্মাকে হংসোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে ও আমাদের দেশে তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন রাখিতে হইবে। (প্যাক প্যাঁক)। কিন্তু কাগজের নিশান, ফুল, "ফুঁকো শিশি" ও "সেফ্টিপিন্" ক্রয় করিতে প্রায় সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া যায়। সুতরাং কোন রকম স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন হইবে কি না সে বিষয় এখন অনিশ্চিত। আর তাহা ছাড়া তিনি এখন ভারতবর্ষে নাই। তাঁহার সহিত এক রকম সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। আর যদি কেহ আয় ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে চাহেন, তিনি

দেখিতে পারেন। এই শুনিয়াই রক্তলোচন নামক হংস "পাঁক পাঁক" করিয়া বলিলেন "খাতা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমি মহাশয়ের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করি না। আমি বেশ জানি যে টাকা খরচ হইয়াছে। কিন্তু আমি বলিতে চাহি যে, যে উদ্দেশ্যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহা না হইলেই ভাল হইত। নিশান উড়াইয়া "সেমপিন" খাইয়া কি ছাই হইল? এই টাকায় সেই মহাত্মার কোন স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিলে কতদূর ভাল হইত? কিন্তু আমরা গোলমাল ভাল বাসি, চক্ষুর চরিতার্থতার উপর অধিক নজর রাখি সেই জন্যই আমাদের কিছুই কার্য্যে পরিণত হয় না। বক্তা এই অবধি বলিয়াছেন আর একটি প্রকাণ্ড বাজপক্ষী আসিয়া তাঁহার ঘাড় ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। হংসকুল নিমেষ মধ্যে জলে ডুবিয়া গেলেন। পরে শুনিলাম যে সভার কার্য্য সে দিনকার মতন সেইখানেই শেষ হয়।

ভোট যুদ্ধ।

(২)

দেবি অমৃত ভাষিণি, বড সাধ মনে,
বাসভ নিন্দিত স্বরে, ছড়াইয়া সুধা,
গাহিব ভোটের গীত, অমিত্র অক্ষরে,
গৌড়জন শুনি যাহা, অপার আনন্দে,
আশীর্ব্বাদ করিবেক, ভগ্ন কুলা লয়ে।

মন্বন্তর প্রথা দেবি, সর্ব্বাগ্রে তোমায়
সম্ভাষিয়া প্রিয়ভাষে, সকরুণ স্বরে,
হাসিয়া কাঁদিয়া কভু, ভূমে গড়াইয়া,
লইতে লেখনী হাতে ; কিন্তু দেবি হায়,
শুনেছি তোমার নাম, বহুদিন হ'তে,
দেখি নাই কভু তব, মোহিনী মূরতি ।
তেঁই বড় ভয় মনে, আনামা, অচেনা,
নিট্‌কেল জনে যদি, নাহি দাও দেখা।
আর"ভারতী'তে তব, যে চিত্র দেখেছি,
কি জঘন্য ছবি ? সে যা হোক্ দেবি এবে,
আবদার মোর, যে কৃপা কটাক্ষ গুণে
লক্ষ লক্ষ ষণ্ড, বাস্তবিক ছোটলোক,
হংসপুচ্ছ বলে, মর্ত্ত্যে লভিল কবিত্ব,
সেই কৃপা মোরে, এক বিন্দু বিতরহ ।
করযোড়, ভক্তিভাবে, অনুনয় করি,
ধুলায় ধুসর অঙ্গ, চাহিতেছি বর,
নিরাশ করো না দেবি, যাব প্রাণে মারা ।
গাহিব ভোটের গীত , মূর্খ কতগুলা,
বলিতেছে মোরে, কায করো না এ হেন,
গালি দেবে লোকে , মূঢ় পাষণ্ডের দল,
অবুঝ নির্ব্বোধ , নাহি জানে হায় তারা
ভোটের মহিমা , তাই ভুল ব'কে মরে ।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতা বনবাস,
লক্ষ্মণ বর্জ্জন, হায় দ্রৌপদী হরণ,

প্রহ্লাদ চরিত্র আর চৈতন্যের লীলা,
সিন্ধুবধ, কৃষ্ণলীলা, শিবের বিবাহ,
এ সব যখন দেখি, গেছেছে করিতে,
কি দোষ গাহিতে তবে, ভোটের সঙ্গীত ?

(২)

শুভদিন রবিবার, ডাকে শিবাকুল
রজনীর শেষ ডাক, পেঁচক থামিল।
ডাকিল বায়সকুল বৃক্ষাবলি হতে;
গাহিল মোরগ্‌রাজ কাড়ি মন প্রাণ।
ময়লার গাড়ী সব ঘড় ঘড় নাদে,
বাহিরিল সারি সারি, দৃশ্য মনোহর।
হুঁকা। জীমূতমন্দ্র উঠে ঘরে ঘরে,
ফিরিল গৃহেতে চোর হেঁট মাথা করি।
শয্যা ত্যাজি উঠে যত, বীরেন্দ্র কেশরী,
বলে শিকারির ভোট কে রক্ষিতে পারে?
ভোটের মোহিনী শক্তি, বুঝে সাধ্য কার,
যে জন না দহিয়াছে, ভোটের দহনে ?
এই যে বীরেন্দ্র বৃন্দ, মত্ত হস্তি প্রায়,
জরাগ্রস্ত অর্দ্ধ সংখ্যা, এত প্রাতঃকালে,
উঠে নাহি কেহ কভু, শয্যা ত্যাগ করি।
প্রক্ষালিয়া হস্ত মুখ, চক্ষের পলকে,
উচ্চস্বরে, ভীমনাদে, ডাকে সেনাগণে।
আইল দালাল দল, শোভা মনোহর,
লম্বদন্ত, বক্রগ্রীব, গজস্কন্ধ বীর,

খঞ্জ, কাণা, নাকহীন, কেহ বা বধীব,
ঘেরিল মন্ত্রির দলে বলে আজ্ঞা দেহ,
হিমাদ্রি শিখরে যাই, গগনের গ্রহ
তন্ন তন্ন করে, কিম্বা—পাতাল পুরীতে,
বধিয়া মহীরে পুনঃ এনে দিই ভোট্।
ধন্য ধন্য রব উঠে, জানালা ভিতরে,
পুষ্পবৃষ্টি স্বর্গ হতে, কাঁদিল কুকুর,
কলেতে আসিল জল, রাসভ গাহিল।
উল্লাসেতে প্রভুবর্গ অর্দ্ধমৃত হয়ে,
বলিল দালাল দলে, সাবাস্ তোদের ;
বাখানিবে বীরপণা, দেবলোক তোরা,
ছলিতে মানবে খালি, মর্ত্ত্যে আসিয়াছ।
সাবধানে যাও বাপ্, মনের উল্লাসে,
সাবধানে যুদ্ধ করি, আনি দাও ভোট্ ;
পুরাইব, জন্মসাধ তোদের কল্যাণে,
নহে শিলা বাঁধি গলে, অতলে ডুবিব।
কি ছার সংসার বল, কি ছার জনম
নাহি যদি পাই ভোট্? ভোট্ ভোট্ করি,
আজ দুই মাস হতে, নাহি নিদ্রাহার,
যাও তবে ত্বরা করি, বিলম্ব না সহে,
যাও সাবধানে যেন, খেও না হোঁচোট্।
তবে এক কথা বলি, জ্ঞান হারায়ো না,
মিথ্যা কথা, খোসামোদ, অমোঘ সন্ধান,
বাছি বাছি লেবে অস্ত্র, নাহি যদি শানে,

তাতে ডাকিও মোদের ; ছাড়িব ব্রহ্মাস্ত্র,
ধরি পদদ্বয়, জানু গাড়ি বসি ভূমে,
কিবা হাড়ি ডোম, অস্ত্র সবারে হানিব ।
আজ্ঞালভি সেই দণ্ডে, দালালের দল,
ডোম কাককুল সম, ডাকিল মধুর,
নিন্দিয়া পেঁচকে হায় , হাঁসে নসিরাম,
বলে চক্ষু দুটি মুদি, উদিবে জানিনু
পুনঃ সুখ সূর্য্য হায়, অভাগা ভারতে,
ভোটের আদর যবে, বুঝেছে সকলে ।
আমিও পাগল বেশে, আশার ছলনে,
ভুলি আপনার কাজ, এককালে হায়,
কত বুজরুকী খেলি, গলিতে ঘুঁজিতে,
বেড়াতাম "হো" "হো" করি ; সম্পাদক কভু
কভু ঘাড়েতে নিশান, কভু দেশোদ্ধারী,
কভু আদি ব্রাহ্ম বলি, দিতু পরিচয় ।
শেষেতে দেখিনু ভুল , দিব্য চক্ষে দেখি,
অভাগা বঙ্গের বালা, প্রকৃত অবলা,
কে দেখে তাদের হায় ? হস্তেতে লইনু,
বিজয় নিশান তবে , প্রাণপণে যাতে,
উন্নতি সোপানে তারা, উঠিবারে পারে,
সেই চেষ্টা রাত্রি দিবা ; চেষ্টার অসাধ্য
নাহিক জগতে কিছু , প্রমাণ দেখহ
এই বলি নসিরাম, দিল করতালি
পশ্চাৎ হইতে মুক্ত হৈল গুপ্তদ্বার

"সুড সুড়" বাহিরিল শতেক "কুমারী",
লম্ফ ঝম্ফ ডিগ্‌বাজি, খাইয়া শতেক,
নসির পৃষ্ঠেতে উঠে, কেহ বা বক্ষেতে,
কেহ বা মস্তকে উঠি, করে পদাঘাত,
অসহ্য হইল, নসি, পলাইল ঘরে।

(৩)

রক্তবর্ণ সূর্য্যদেব উদিল পূর্ব্বেতে,
দশদিক আলোময়, নাহি অন্ধকার,
কমলিনী ধনী হাঁসে, খল্‌ খল নাদে,
পোষ্ট্‌ আফিসের দ্বার, হলো উদ্ঘাটিত।
দালাল মণ্ডলী আসি ঘেরিয়া—দরজা,
জানু গাড়ি বসি সবে, স্তবিতে লাগিল।
কোথা প্রভু দয়াময়, ভোটের বাহন,
ডাক নাম ডাকওলা, দেহ দরশন,
জেগেছি সমস্ত রাত, তোমার কারণ,
ছলনা করো না প্রভু, তব ভক্তজনে,
স্তবে তুষ্ট হয়ে দেব আসি ' বাহিরে
বাঁধিল তুমুল যুদ্ধ, সেই মুহূর্ত্তেতে।

(৪)

যুগ্ম সেতু নামে স্থান, অতি কদাকার,
"ঢেঁপোবাজ" শোভিছেন চৌকির উপর,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে ভৃত্য, করযোড় করি,
হেনকালে হাজিরিলা বান্ধবের দল
দালাল গরিমা নন্দ, হনুমান দাস

শ্রবণে বধির কিন্তু, জ্ঞানেতে প্রবীণ।
আরও আসিল কত, সভাসদ জন
এক এক ধনুর্দ্ধর, গণনা না হয়।
"ডেঁপোবাজ" সম্ভাষিয়া, বান্ধবের দলে
কহিতে লাগিলা বাণী অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে।
ভক্ত "ববরট" তুমি, প্রাণের দোসর,
কি কহিব খুল্লতাত, নাহি বাক্য সরে,
বিধির লিখন বল, কে পারে খণ্ডিতে,
আজন্ম ভুঞ্জিনু দুঃখ, নাহি শেষ তার,
যৌবনেতে পিতৃহীন, দীর্ঘ বনবাস
কত শত কষ্ট হায় সহিনু এ দেহে।
দৈব বলে কৃষ্ণ সখা, পাইনু কলিতে
কত খেলা খেলেছিনু তাঁহার কৃপায়
দৈব বিড়ম্বনে হায় সকলি ঘুচেছে।
হের দেখ যমরাজ কার্য্যের পীড়নে
জ্বালাতন হয়ে শেষে, কেরাণী অভাবে
আবেদন করেছিল, শ্রীকৃষ্ণের কাছে
দুটি কেরাণীর তরে, প্রসন্ন হইয়া
রাখিল সম্মান দেব, দাদা চিত্রগুপ্ত
লোকের হিসাব রাখে; ভিটা মাটি চাটি
যার সে হস্তেতে মোর, কিন্তু সুখ কোথা?
পুনরায় ভোটযুদ্ধ, বেধেছে তুমুল'
সুকুমার মতি ভাই, প্রাণের লক্ষ্মণ
ভোটীতে গিয়াছে আজ, আদা জল খেয়ে,

তেঁই নাহি মনে সুখ, কি জানি কি হয়?
মৃণালের সম অঙ্গ, বাক্য নাহি মুখে,
ব্রহ্মশাপে বাক্য হীন, কি দোষ তাহার?
নীরবিল ডেঁপোবাজ, বক্ষে বাহি ধারা,
দর দর দর ধারে, দুটি চক্ষু দিয়া।

(৫)

হেন কালে পদ শব্দ হ'লো আচম্বিতে,
চমকিল ডেঁপোবাজ, সভাসদ জন।
প্রবেশিলি ভগ্ন দূত, নমিয়া সবায়,
করযোড়ে এক ধারে, দাঁড়ায়ে বলিল,
কি কব কি কব প্রভু, হ'লো সর্ব্বনাশ,
যুদ্ধে হারিয়াছে তব, প্রাণের অনুজ,
আনিয়াছি টেনেটুনে দড়ি বাঁধি পায়,
সিংহদ্বারে পড়ে আছে, উঠিতে না পারে।
"কি শুনালি প্রিয় দূত" বলে ডেঁপোবাজ,
"লক্ষ্মণ গিয়াছে মারা, একবারে গেছে?"
"না না প্রভু একেবারে, যায় নাই প্রাণ,
হস্ত পদ নাড়িতেছে, পড়িছে নিশ্বাস।"
হেনকালে ভৃত্যবর্গ, ঝুড়ির উপরে
সাবধানে রাখি দেহ, আনিল লক্ষ্মণে,
রাখিল সযত্নে ঝুড়ি, মেজের উপর,
"ডেঁপোবাজ" শির চুম্বি, কোলে তুলি নিলা,
কাঁদে ররবট্, কাঁদিলেক নন্দ
কাঁদে সভাসদ জন, কাঁদে ভগ্ন দূত।

দাদার সোহাগ পেয়ে, উঠিল লক্ষ্মণ,
বলে আধ আধ বাণী, শুনি বুক ফাটে।
হেনকালে ববরট্, আরক্ত লোচনে,
গর্জ্জিয়া উঠিল, বলে, নন্দে সম্ভাষিয়া,
প্রসিদ্ধ দালালকুলে, তুমি শ্রেষ্ঠ মণি,
বিবাহে, শ্রাদ্ধেতে কিম্বা, রথে, চড়কেতে,
তুমি যজ্ঞেশ্বর নামে, জগত বিখ্যাত,
তুমি ভাটেশ্বর দেব, তুমি অগ্রদানী,
যাও রণস্থলে এবে, লইয়া লক্ষ্মণে,
উদ্ধার করহ কাজ, চক্ষের পলকে।
হাঁসিল দালালরাজ, হাঁসি মনোহর,
অদন্তের হাঁসি আহা, কে না ভালবাসে?
করযোড়ে কহে নন্দ, প্রতিজ্ঞা আমার,
ভোটের কাডন্ নয় এ দেহ পতন,
চলিলাম এই দণ্ডে রণস্থল মাঝে,
হস্তি যুথ ভাঙ্গে যথা, নব দুর্ব্বাদল,
সেইরূপে উপাডব, সকল শত্রুরে।
মিষ্ট ভাষে সম্ভাষিব, তাতে যদি হারি,
নিশ্চয় ধরিব পদ, নিজ শিরোপরি,
দেখিব পামর কোন নাহি দিবে ভোট?
চেনা বা অচেনা আর নাহিক বিচার,
যাইব সবার কাছে গলে কাছা দিয়া,
বলিব গো হত্যা হবে, নাহি দিলে ভোট।
পরদিন প্রাতঃকালে ভেঁপোরাজ ঘরে,

বাজিছে নবত আর, বাজিছে শানাই,
ভিক্ষুকে খাইছে অন্ন, ব্রাহ্মণ বিদায়,
কি সম্বাদ? ভোট রণে হইয়াছে জয়।
স্বহস্ততে ডেঁপোরাজ, নন্দে সাজাইলা,
দৌড়দার ঘোড়া এক, শিরেতে উষ্ণীষ
কোমরে কোমর বন্ধ, চক্‌চকে জুতা।

(৬)

বৃদ্ধ জরদগর হোথা, প্রমাদ গণিয়া
বলে জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডাকি, কর পুত্র কাজ,
যাও ঘরে ঘরে যাও, পাড়ায় পাড়ায়
তুলি ক্রন্দনের রোল, আনি দেহ ভোট।
আমি বৃদ্ধ বহু ক্লেশে নড়িয়া বেড়াই,
তবু যাব যেথা সেথা, বলিব সকলে
"বুড়োকে তাড়ালে বাপ?" দেখি যদি তাতে
কিছু হয় উপকার। "বাবা গো অযোগ্য
আমি তব বংশধর, কিন্তু বৃথা কেন
গণিছ প্রমাদ মনে?" এইরূপে তবে
উত্তরিলা প্রিয়পুত্র, মুচি, মুদি, শুঁড়ি,
দোকানী পসারী যত সকলেরি ভোট,
আনিয়াছি তাত, তবে কেন কর দুঃখ?
বুঝিয়াছি হা হা হা হা, ফাষ্ট না হইলে
পূর্ণ মনস্কাম বাবা হবে না তোমার।
দেখ পিতঃ ঠিক কথা পড়িয়াছে মনে,
রামকান্ত এইবারে পড়েছে ফাঁপরে,

প্রধান দালাল তার, লম্বা বৃকোদর
পড়িয়াছে রোগে একে, উঠিতে না পারে ।
তুমি পিতঃ গিয়া তার, কোটর ভিতর,
ছার ছার কেঁদে কেঁদে কর কার্য্যোদ্ধার ।
আর তার যতগুলা আছয় দালাল,
অকর্ম্মণ্য সব কটা, নাহিক সন্দেহ ।
মস্তক চুম্বন করি, পুত্রে কোলে নিলা
জগদার , বলে আহা বাঁচ রে বাছনি,
তোরা বড় হলে হবে, দেশের মঙ্গল,
বালক বয়সে তোরা সুবুদ্ধির ঢেঁকি—

(৭)

রামকান্ত হোথা কাঁদে, বৃকোদর তরে,
বলে কেন হতভাগা, এ হেন সময়,
পড়িলি শয্যায় তুই , দুই দিন পরে
ব্যায়রামে পড়িলে কি মিটিত না সাধ ?
না হয় যেতিস মারা , দেখদিকি চেয়ে
লুটে নিল ভোট যত, অচেনা লোকেতে ,
নাচালি আমায় তুই, বলি নানা কথা,
আমিও ভিজিনু হায় তোর সে ছলনে ।
দয়াল গোস্বামী প্রভু, সুমিষ্ট বচনে,
রামকান্তে ডাকি বলে, কিসের বিষাদ ?
নবকারী ভোট্ যত, হয়েছে সংগ্রহ,
তবে লাষ্ট হয় তাতে কিবা আসে যায় ।

(৮)

বিলাত ফেরত হোথা, খাঁটি ব্যারিষ্টার
উঠতি যুবক এক, ফাঁপরে পড়িয়া,
ডাকিয়া দালালবর্গে, ছাঁকা ইংবাজিতে,
কহিতে লাগিলা বাণী, জেনেছি তোদের,
অতি অপদার্থ তোরা, তোদের কি দোষ?
কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে,
না হলে মেবিট্ কেন, কাঁদিবে পড়িয়া?
হেনকালে উপনীত, বন্ধুবর এক,
মৃচকে সম্ভাষি বলে, কি নির্ব্বোধ তুমি?
বিলাত হইতে তুমি, বিদ্যা উপার্জ্জিয়া,
আসিলে দেশেতে ফিরে, উন্নত অন্তরে,
দেখ দিকি ভেবে ভাই, দেখিতে পাইবে
লোক্‌সান্ নাহি তব, পরাজিত হ'লে,
সম্মুখ সমর যদি বাঙ্গালী জানিত,
তোষামোদ, "পায়ধরা" ত্যজিত সকলে
তা হলে কি অবদশা, ডেঁপোবাজ ভাই।
বুঝিতে পারিত কভু? দেখে নিও সখা
ভবিষ্যতে কি দুর্দ্দশা, হইবে ভোটের,
দয়া করি গবর্মেণ্ট বাঙ্গালীরে দিল
এই বর, কিন্তু দেখ, পদতলে দলে
সে সম্মানে যত ষণ্ড, সময়ে ইহার,
যথা স্থানে দেখে নিও, হইবে বিচার।
এস এবে করা যাক্ আমোদ আহ্লাদ
পান করি সুধা এবে, বিষাদ ঘুচাই।

আর কত শুনা যায়, অদ্ভুত কথন,
মারপিট্ হয়ে গেছে, ভোটের তরেতে,
সন্দেশ বরফি যায়, বোতোলের সুধা,
বিতবিত পথে পথে, নগদ বিক্রয়
হয়েছে ভোটের শুনি, কোন কোন স্থানে।
কত রঙ্গ উঠে হায়, স্বর্ণ বাঙ্গালায়?

বঙ্গে উন্নতির স্রোত।

(১)

কে বলে উন্নতিহীন, স্বর্ণ বঙ্গদেশ?
কে বলে নির্জীব জীব, গৌড়বাসী জন?
"স্বাধীনতা হীনতায়, কে বাঁচিতে চায়"
লিখিল বাঙ্গালী কবি, পলাসীর যুদ্ধ
লিখিল নবীন, "ভারতবিলাপ" কাব্য
রচিল সুকবি, প্রতি ছত্র পড়ি যার,
শবের শোণিত ছুটে, উঠিয়া দাঁড়ায়।
কবিত্ব-সংসারে হের, উন্নতির স্রোত
প্রবাহিত মহাবেগে, সুকবি, কুকবি,
মধ্যবিত কবি কত, না হয় গণন,
"কোয়েলা, জোছনা" লয়ে, খেলে রাত্রিদিবা,
চন্দ্ররশ্মি ধরি কেহ, উঠিছে গগনে,
কেহ বা নয়ন মুদি, উল্লাস অন্তরে,

ভ্রমরের "গুণ গুণ" শুনে সর্ব্বক্ষণ,
কেহ বা সাদরে বলে, মৃণাল অধমে
'কোন দোষে বিধি তোরে কণ্টকে গঠিল ?"
মোট কথা জ্বলিতেছে কবিত্ব সংসার
কুজনে কুকথা তবু, বলিতে ছাড়ে না।
বলে "যায় দেশ হায়, যায় রসাতলে,"
ক্রন্দনের রোল হের, তুলে চারিদিকে।

(২)

কে বলে উন্নতিহীন, স্বর্ণ বঙ্গদেশ ?
কে বলে নির্জ্জীব জীব, গৌড়বাসী জন ?
হের দেখ দীপ্তিমান, ভাস্কর সমান,
সমাজ নায়ক বৃন্দ, কোন্ দেশে বল,
কোন্ কালে জন্মিয়াছে, হেন বীর দল ?
প্রকাশ্য সভায় হের, বক্তৃতায় দড়,
বলে ভীমনাদে "উঠ, জাগ গৌড়জন,"
কতকাল ঘুমাইবে অচেতন প্রায় ?
"চীন ব্রহ্মদেশ" আর, অসভ্য জাপন,
তারাও স্বাধীন হের, তারাও প্রধান।
প্রবাহিত তোমাদের শিরায় শিরায়,
আর্য্যরক্ত, বহে যথা কল্লোলিনী নদী,
(কিম্বা পূতিগন্ধময় নর্দ্দমার জল)
কুম্ভকর্ণ, ভীমসেন, লাউসেন আদি,
আর কত কব বল, কত পড়ে মনে,
ভীমত্ব আছিল বলে, কাঁপিত ভারত,

কাঁপিত মেদিনী হায়, তাদের দাপটে।
দেখে তোমাদের এবে, বুক ফেটে যায়;
কহ সেই বংশোদ্ভব জাতি কি তোমরা?
"নলি নলি" হস্তপদ, প্রকাণ্ড উদর,
শক্তিহীন, তেজহীন, শীর্ণ-কলেবর,
নয় স্থূল নয় কৃশ একি চমৎকার,
হা বিধাতা কোন পাপে, করিলে সৃজন
মানবভূষণ হেন? এইরূপে কহে
কেহ, কেহ পুনরায় করিয়া গর্জ্জন,
বলে জাগ গৌড়জন, দেখ চক্ষু খুলি,
কি দুর্দ্দশা বিধবার, বালিকা কলিকা,
মৃণালের সম অঙ্গ, পুতুলের খেলা
ইচ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ, ধরিয়া তাহায়
"গৌরী দান" ফললোভে, নিদয় মা বাপ
"বিবাহিলা" শৈশবেতে, পরে অকস্মাৎ
(শুন) দারুণ সংবাদ, বালা হয়েছে বিধবা
জগতের সর্ব্ব সুখ, ঘুচিল তাহার।
দেখিয়া শুনিয়া তবু "বর্ব্বরের" প্রায়
নিশ্চেষ্ট কি হেতু বল? এইরূপ কহে
সমাজবান্ধব কিন্তু—কেবা শুনে বাণী?

(৩)

কে বলে উন্নতিহীন স্বর্ণ বঙ্গদেশ?
কে বলে নির্জ্জীব জীব গৌড়বাসী জন?
হের দেখ ধনীকুল পদার্থবিহীন,

গৌরাঙ্গের পদধূলি কবিতে লেহন
সদাই ব্যাকুল, হের উপাধি লোভেতে
কাণ্ডজ্ঞানহীন, দেশ কাব ? কেবা কাব ?
তাঁদের কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে ?
আশৈশব নীলমণি আদবে পালিত,
নবনী গঠিত দেহ, বোগের আলয় ;
সহিতে অক্ষম আহা সূর্য্যেব উত্তাপ,
চলিতে শতেক পদ চবণ দুখানি
কম্পবান থরথরি, কিরূপেতে হায়
(কহ) অমৃতভাষিণি, দেবি ! এ হেন "কিম্ভূত"
সাধন করিবে বল, স্বদেশ মঙ্গল ?
কে বলে উন্নতিহীন স্বর্ণ বঙ্গদেশ ?
কে বলে নির্জ্জীব জীব গৌড়বাসী জন ?
চলেছে দাপটে হের বিলাত ফেরত,
চলন সুন্দর মরি, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা !
দ্বাপবেব বেশ যেন ত্যজিযা শ্রীহরি,
ছলিতে বাঙ্গালীকুলে আসিলা এ গৌড়ে।
"আঁকা বাঁকা চূড়া" ফেলি, মুকুরেতে হ্যাট,
মধুব বাঁশবী ফেলি, যষ্টি শোভে কবে !
অভিনব ভাব আহা, অভিনব সাজ !
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা ঝাঁটা কবে,
আদরিতে অবতারে, আপাদ মস্তক ;
শৃগালের সিংহসাজ দেখে হাঁসি পায়।—